Financial support for this book:

The Tobacco-Free Kids Action Fund

WBB Trust Work for a Better Bangladesh
House # 49, Road #- 4/A, Dhanmondi, Dhaka- 1209, Bangladesh
Phone : 9669781, 8629273, 8620458 Fax : 880-8629271
info@wbbtrust.org www.wbbtrust.org

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন

সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং করনীয়

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও করনীয়

প্রতিবেদন
সৈয়দ মাহবুবুল আলম
সৈয়দা অনন্যা রহমান
আমিনুল ইসলাম সুজন
মুর্শিদা আক্তার লাবনী
অদুত রহমান ইমন

সম্পাদনা
সাইফুদ্দিন আহমেদ

প্রচ্ছদ
সাইফুদ্দিন আহমেদ

অলংকরণ
গোপাল চন্দ্র সরকার

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ: ২৮ মে ২০০৯
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১০ আগষ্ট ২০১০
তৃতীয় সংস্করণ: আগষ্ট ২০১২

মুদ্রণ
আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

প্রকাশনা
ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ২০০৬ সালে প্রথম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে CTFK, WHO, The Union-র সহযোগিতায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে জাতীয় এবং বিভাগীয় কর্মশালা, সেমিনার এবং আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর সমস্যা চিহ্নিত করে আইন সংশোধনের লক্ষ্যে মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের লক্ষ্যে সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ এবং সুপারিশ এ প্রকাশনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। সারা দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনসমূহ আইন উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা পর্যায়ে মতামত দিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক কর্মশালায় আগত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সংসদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সুচিন্তিত পরামর্শও এ প্রকাশনার সুপারিশ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

Rose Nathan, Francis Thompson, Eric Legresley, Liz Candler, Geoffrey T. Fong এর মতো অনেক বন্ধুজন বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের মতামত দিয়ে এ আইন সংশোধনের সুপারিশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ভূমিকা

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বহুল প্রত্যাশিত এ আইন পাশে জনমত সৃষ্টিসহ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো আইন পাশ হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে আইন বাস্তবায়ন ও আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারনা, আইন মনিটরিং এবং ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারী সংগঠনগুলোর ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে আইনের দুর্বলতা ও আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্টোল (এফসিটিসি) অনুসরণ করে বিদ্যমান আইনের দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইনজীবী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মী ও সংস্থা, গণমাধ্যমকর্মী, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মতামতের মাধ্যমে এই সুপারিশমালা চূড়ান্ত করা হয়-যা জনস্বার্থে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হল। এ প্রকাশনার শেষাংশে আইন সংশোধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। আমরা আশা করি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে এ প্রকাশনার সুপারিশসমূহ সহায়ক হবে।

সূচী

০১. তামাক নিয়ন্ত্রন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে কয়েকটি ইতিবাচক পরিবর্তন ০৫
০২. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ০৬
০৩. তামাকজাত দ্রব্য ০৯
০৪. পাবলিক প্লেস, পরিবহন ও কর্মস্থল ধূমপানমুক্তকরণ ১১
০৫. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন সংক্রান্ত বিদ্যমান ধারাসমূহ ১৪
০৬. তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ১৮
০৭. বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারাসমূহ ২২
০৮. তামাক সংক্রান্ত ও তামাকের প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি ৩১
০৯. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৩৩
১০. বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বর্তমান অবস্থা ৩৭
১১. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪১
১২. তামাক উৎপাদন বা চাষ নিরুৎসাহিতকরণ ৪৩
১৩. অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিনযোগ্য ৪৫
১৪. কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন ৪৭
১৫. জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন ৪৮
১৬. তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি ৪৯
১৭. তামাক বিরোধী সচেতনতা ও ধূমপান ত্যাগ সহায়ক কর্মসূচী ৫২
১৮. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ৫৫
১৯. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নের প্রক্রিয়া ৫৬
২০. এক নজরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে সুপারিশসমূহ ৬০
২১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ ৬৪
২২. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ ৭২
২৩. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সাথে কলবৎ আইনসমূহ ৭৭
২৪. তথ্যসূত্র ৭৯

তামাক নিয়ন্ত্রন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে কয়েকটি ইতিবাচক পরিবর্তন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা।

স্মারক নং স্বাঅধি/রোগনিয়ং/ধূমপান/২০০৫-০৬/২৪৩৪৭ তারিখঃ ২৩/০৮/২০০৬ইং

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে জানানো যাইতেছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩/২৯ মে ২০০৬ইং তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৯৮- আইন/২০০৬ দ্বারাকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০৫ এর বিধিমালা জারী করা হইয়াছে। এ বিধিমালার ৭ (২) অনুচ্ছেদানুযায়ী বাংলাদেশে উৎপাদিত বা আমদানীকৃত তামাকজাত দ্রব্যের প্রতিটি প্যাকেট বা মোড়কে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ এর ধারা ১০ এর উপধারা (১) এ উল্লেখিত সতর্কবাণীসমূহের যে কোন ১টি সতর্কবাণী ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৬ইং হইতে ক্রমানুসারে মুদ্রণ করিতে হইবে যা প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তিত হইতে থাকিবে।

এমতাবস্থায় বিধিমালার উপবিধি ৭ অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রস্তুতকারক ও আমদানীকারককে ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৬ইং হইতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ এর ১০নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সতর্কবাণীসমূহ থেকে "ক" ক্রমিকে উল্লিখিত "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" এই সতর্কবাণীটি প্রতিটি প্যাকেট বা মোড়কের গায়ে আইন ও বিধি মোতাবেক মুদ্রণ করার জন্য এবং বিধিমালার ৭ (২) অনুচ্ছেদানুযায়ী ৬ (ছয়) মাস পর পর, আইনের ১০নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তালিকার অবশিষ্ট সতর্কবাণী, খ,গ,ঘ,ঙ ও চ থেকে ক্রমানুসারে মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

(ডাঃ মোঃ আব্দুল মান্নান সরকার)
পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রন।

স-৩৩৩৬ (৪×৩)

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আইনটি প্রণয়নের ফলে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের অনেক পাবলিক প্লেস ও পরিবহন এখন ধূমপানমুক্ত হয়েছে অর্থাৎ ধূমপানমুক্ত স্থানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হয়েছে। জনগণ অনেক ক্ষেত্রে আইনটি বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সৃষ্টি হয়েছে জনসচেতনতা যা যে কোন আইন বাস্তবায়নে বড় সহায়ক।

সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংগঠনের অংশগ্রহণসহ আইনের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন থাকলেও কতিপয় সীমাবদ্ধতার কারণে আইনের প্রত্যাশিত বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। যা আইন প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। অপরদিকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাসের তামাক কোম্পানিগুলো নিত্য নতুন কৌশলে আইনকে পাশ কাটিয়ে তরুন প্রজন্মকে ধূমপানের নেশায় ধাবিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলোর এ ধরণের অপকৌশল বন্ধে আইনটি সংশোধন জরুরি।

ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলিল। এফসিটিসি বিশ্বের প্রথম স্বাস্থ্য বিষয়ক চুক্তি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে এ চুক্তি গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক এ চুক্তি স্বাক্ষর ও র‍্যাটিফাই করেছে। এ চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞাপন বন্ধ, চোরাচালান রোধ, মোড়কের গায়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী, কর বৃদ্ধি, শুল্কমুক্ত বিক্রি বন্ধকরণ, অধূমপায়ীর অধিকার সংরক্ষন ইত্যাদি। এ চুক্তি তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।

এফসিটিসি অনুযায়ী আইন সংশোধনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এফসিটিসি- র‍্যাটিফাইকারী দেশ হিসেবে এফসিটিসির গাইড লাইন অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর কয়েকটি ধারা উন্নয়ন এবং নতুন ধারা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ:

১. ভয়েজ অব ডিসকভারীর কার্যক্রম স্থগিত (১৯৯৯)
২. বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট গঠন (১৯৯৯)
৩. ইম্পেরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির টেমস সিগারেটের প্রচার কার্যক্রম স্থগিত (২০০৩)
৪. ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর ১৬ জুন ২০০৩ ও র‍্যাটিফাই ১৪ জুন ২০০৪
৫. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫
৬. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬
৭. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নে জাতীয় ও জেলা উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন (২০০৭)
৮. জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন (২০০৭)
৯. National Strategic Plan of Action for Tobacco Control, 2007-2010
১০. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে পদক্ষেপ গ্রহণ
১১. বিজ্ঞাপন অপসারনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা
১২. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ

আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

- আইনটির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করা।
- বিদ্যমান আইনকে আরো শক্তিশালী করা।
- আন্তর্জাতিক আইনের (এফসিটিসি) বাধ্যবাধকতা এবং এফসিটিসির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইন উন্নয়ন।
- তামাক কোম্পানি আইনভংগ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।
- আইনকে জনকল্যাণমুখী করে এর বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের গুরুত্বপূর্ন দিকগুলো হচ্ছে:

১. প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ।
২. পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান হ্রাসে গৃহিত পদক্ষেপ।
৩. ধূমপানমুক্ত স্থান বৃদ্ধি।
৪. তামাকজাত সামগ্রীর মোড়কে সতর্কবানীর আওতা বৃদ্ধি।
৫. আইন মনিটরিং ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
৬. তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি।
৭. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সরকারের ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ।
৮. তামাক কোম্পানির বেআইনী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহন।
৯. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল।
১০. অধূমপায়ীর অধিকার প্রতিষ্ঠা।

তামাকজাত দ্রব্য

বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সাদা পাতা, জর্দা, গুলসহ বিভিন্ন ধরণের তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে থাকে। বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞায় শুধু ধূমপানের উপাদানগুলো (যা ধোঁয়া সৃষ্টি করে) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সাদাপাতা, জর্দা, গুল ইত্যাদি তামাকজাত দ্রব্য হিসাবে সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। সিগারেট-বিড়ির পাশাপাশি এসব চর্বনযোগ্য তামাকও ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির একটি বড় কারণ। বিদ্যমান আইনে এসব উপাদান অন্তর্ভূক্ত না থাকায় এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুসারে দেখা যায় তামাক কোম্পানিগুলো চকলেট, টফি, পান মশল্লার সাথে তামাক মিশ্রণ করে মানুষকে তামাক সেবনে উদ্বুদ্ধ করে। যা বিদ্যমান আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞা ব্যাপক হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া এ আইনের শিরোনাম 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' হলেও আইনে চর্বনযোগ্য তামাককে অন্তর্ভূক্ত না করায় শিরোনামের সঙ্গে সংজ্ঞা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই শিরোনাম অনুসারে সব তামাকজাত দ্রব্যকে আইনে অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি।

বাংলাদেশে ৪৩.৩% (৪১.৩ মিলিয়ন) প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ কোন না কোনভাবে তামাক ব্যবহার করে। এর মধ্যে ৪৪.৭% পুরুষ এবং ১.৫% নারী সিগারেটের মাধ্যমে এবং ২১% পুরুষ ও ১.১% নারী বিড়ির মাধ্যমে ধূমপান করেন। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার নারীদের মাঝে বেশি। নারীদের মাঝে ২৭.৯% এবং পুরুষদের মাঝে ২৬.৪% ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। কিন্তু বিদ্যমান আইনে ধোঁয়াবিহীন তামাককে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

সূত্র: **Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2009**

বিদ্যমান ধারা

বর্তমান আইনে তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ তামাক হইতে তৈরী যে কোন দ্রব্য, যাহা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, সিগার ও পাইপে ব্যবহার্য মিশ্রণ (মিক্সার) ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে।

তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সুপারিশ:

তামাকজাত দ্রব্য অর্থ-সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তামাক, তামাক পাতা অথবা এর নির্যাস হইতে তৈরি যে কোন দ্রব্য যাহা চোষন, চিবানো যায় এবং ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া যায়। বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং পাইপে ব্যবহার্য মিশ্রন (মিক্সার) ও ইহার অন্তর্ভূক্ত করা।

বিদ্যমান আইনে যে সকল তামাকজাত দ্রব্য সংজ্ঞায়িত করা হয়নি

গুল

চুরুট

জর্দা

সাদা পাতা

পাইপের ব্যবহার

হুক্কা

পাবলিক প্লেস, পরিবহন ও কর্মস্থল ধূমপানমুক্তকরণ

ধূমপানমুক্ত স্থান বৃদ্ধি:

বিড়ি সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী সবার জন্যই ক্ষতিকর। ধূমপায়ীদের ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা এবং পরোক্ষ ধূমপান থেকে অধূপায়ীদের রক্ষায় পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ একটি কার্যকর উপায়। বিশ্বের অনেক দেশেই পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত। বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে কয়েকটি সুনির্দিস্ট স্থান ও যানবাহনকে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন হিসেবে চিহ্নিত করে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে প্রায় ৬৩% (১১.৫ মিলিয়ন প্রাপ্ত বয়স্ক) ব্যক্তি কর্মস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। নারীদের মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হবার হার অনেক বেশি। ৩০% প্রাপ্তবয়স্ক নারী কর্মস্থলে এবং ২১% নারী জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন প্রায় ১ কোটি নারী।

সূত্র: **Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2009**

প্রত্যক্ষ ধূমপানের মতো পরোক্ষ ধূমপানও সমান ক্ষতিকর এবং এটি ফুসফুস ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং মৃত্যুর অন্যতম কারণ। শিশু ও নারীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ মৃত্যু, কানে ইনফেকশন, কম ওজনের সন্তান প্রসব এবং এজমাসহ নানা ধরনের রোগ হয়।

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে অল্প জায়গায় অধিকসংখ্যক মানুষ বসবাস করে। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হচ্ছে নারী ও শিশু। ধূমপান না করেও এ বড় জনগোষ্ঠী পরোক্ষ ধূমপানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পরোক্ষ ধূমপানের কোন নিরাপদ মাত্রা নেই। যে সব স্থানে পরোক্ষ ধূমপান হয় সেখানে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, যে সব বদ্ধ স্থানে ধূমপান করা হয় সে সব স্থানে বায়ু দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। জনসাধারণকে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে রক্ষায় পাবলিক প্লেস, পরিবহন এবং কর্মস্থল ধূমপানমুক্ত করা জরুরি।

এফসিটিসি ও ধূমপানমুক্ত স্থান

এফসিটিসির আর্টিকেল ৮-এ তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া থেকে জনগণকে রক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে। এ আর্টিকেলটি তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বাস্তবায়নযোগ্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

গাইড লাইনের মূল বিষয়:

এ চুক্তির পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ অনুধাবন করে, তামাকের ধোঁয়া মৃত্যু, রোগ এবং পঙ্গুত্বের জন্য দায়ী এবং এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি কর্মস্থল, জনযানবাহন, অভ্যন্তরীন জনসমাগমস্থল ও অন্যান্য জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপান থেকে রক্ষা এবং শিশু-নারীসহ অধূমপায়ীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি রাষ্ট্রে সরকার আইনগত, প্রয়োগিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এফসিটিসি আর্টিকেল ৮ এর বাস্তবায়ন গাইড লাইনের প্রধান বিষয়গুলো:

- এফসিটিসি আর্টিকেল-১ এবং গাইড লাইন অনুসারে পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন, কর্মস্থল ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা সম্পৃক্ত করা।
- ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপানের স্থান রাখা হলে পরোক্ষ ধূমপান থেকে জনগণকে রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপানের স্থান না রাখা।
- জনসাধারণকে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সব ধরনের কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস, পরিবহন এবং সুনির্দিষ্ট উন্মুক্ত স্থান ধূমপানমুক্ত করা।
- ধূমপানমুক্ত স্থানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান তৈরি করা।
- আইনের সার্বিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান নিশ্চিত করা।
- ধূমপানমুক্ত স্থানের পরিধি বৃদ্ধি, তৈরি এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটি-র অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপককে ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরিতে বাধ্য করা এবং ধূমপানমুক্ত স্থান রাখতে ব্যর্থ হলে শাস্তি বা জরিমানার ব্যবস্থা রাখা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ, মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন মূল্যায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পন্থা গ্রহণ।
- পরোক্ষ ধূমপান থেকে জনসাধারণকে রক্ষায় প্রয়োজনে আইনের প্রয়োগিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আইন সংশোধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বিদ্যমান আইনে যে সকল স্থান ধূমপানমুক্ত করা হয়নি

কর্মস্থল

রেষ্টুরেন্ট

অযান্ত্রিক পরিবহন

লেক/পার্ক এর উন্মুক্ত জনসমাগমস্থল

সেলুন

অযান্ত্রিক পরিবহন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে
ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন সংক্রান্ত বিদ্যমান ধারাসমূহ

বিদ্যমান ধারা

ধারা - ২। সংজ্ঞা।-

(ঙ) **"ধূমপান এলাকা"** অর্থ কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্টকৃত কোন এলাকা ;

(চ) **"পাবলিক প্লেস"** অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরি, প্রেক্ষাগৃহ, আচ্ছাদিত প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপনী ভবন, পাবলিক টয়লেট, সরকারী বা বেসরকারীভাবে পরিচালিত শিশু পার্ক, এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান ;

(ছ) **"পাবলিক পরিবহণ"** অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন যানবহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান ;

ধারা - ৪

৪। পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।-(১) ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি কোন পাবলিক প্লেসে এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা-৭ ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা-

(১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। **সতকর্তামূলক নোটিশ প্রদর্শন-** ধারা ৭ এর অধীন "ধূমপান এলাকা" হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তি যোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৯। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা-** (১) এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে কোন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহন হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন।

বিদ্যমান আইনে পাবলিক প্লেস ও পরিবহন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা:

পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপান নিয়ন্ত্রণে বিধান প্রণয়ন এবং আইনটি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আইন পাশের পূর্বেও এ দেশে ধূমপানমুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু সংখ্যায় তা খুবই কম। আইনটি হওয়ার পর ধূমপানমুক্ত স্থান ও পরিবহনের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও দূর্বলতার কারণে আইন অনুসারে সকল স্থান এখনো ধূমপানমুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে রেষ্টুরেন্ট, সেলুন, কর্মস্থল, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প কারখানার মতো গুরুত্বপূর্ণ অনেক পাবলিক প্লেসকেই ধূমপানমুক্ত স্থানের আওতায় নিয়ে আসা হয়নি। ফলে এসব স্থানে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে অনেক মানুষ। বিগত দিনে যান্ত্রিক পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্তকরণ কার্যক্রম অনেকাংশে সফল হলেও অযান্ত্রিক পাবলিক পরিবহনগুলো ধূমপানমুক্ত হিসাবে আইনে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই অযান্ত্রিক পরিবহনে যাতায়াত করে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অযান্ত্রিক পাবলিক পরিবহনগুলোকেও ধূমপানমুক্ত পাবলিক পরিবহনের সংজ্ঞার আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

বিদ্যমান আইনের অন্যতম দূর্বলতা পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানের স্থান সংক্রান্ত বিধান। এ বিধান অনুসারে মালিক, ম্যানেজার, তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানের স্থান রাখতে পারেন। যা ধূমপানমুক্ত স্থানের উদ্দেশ্যকে বিঘ্নিত করছে।

অসচেতনতা, ধূমপানমুক্ত স্থান চিহ্নিত না থাকা, জরিমানা আদায়ে সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তাসহ নানাবিধ কারণে পাবলিক প্লেস ও পরিবহন সম্পূর্ণরূপে ধূমপানমুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আবার পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে সব সময় সরকারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ধূমপানমুক্ত স্থান বজায় রাখতে এমন প্রক্রিয়া খুঁজে বের করতে হবে যার মাধ্যমে এ সব স্থানে ধূমপান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আইন অনুসারে পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক ধূমপানমুক্ত স্থান বা সাইন না রাখার জন্য জরিমানা বা শাস্তির কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিকদের এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের দায়বদ্ধতাও নেই। পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত না করার জন্য মালিক বা তত্ত্বাবধায়ক এর বিরুদ্ধে জরিমানা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রাখা হলে স্ব-উদ্যোগেই ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত ধারাটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

একনজরে বিদ্যমান আইনের সীমাবদ্ধতা-

১. পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের সংজ্ঞায় রেষ্টুরেন্ট, সেলুন, কর্মস্থল, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পকারাখানার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো সম্পৃক্ত করা হয়নি।
২. ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপানের জন্য জরিমানার পরিমান খুবই কম।
৩. পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানের স্থান সংক্রান্ত বিধান আইনের অন্যতম দুর্বলতা।
৪. জরিমানা আদায়ে সীমিতসংখ্যক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতায়ন।
৫. প্রত্যন্ত এলাকায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার সীমাবদ্ধতা।
৬. পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্থান বা সাইন না রাখার দায়ে মালিক বা তত্ত্বাবধায়কের জরিমানা বা শাস্তির কোন ব্যবস্থা না থাকা।

ধূমপানমুক্ত ধারা সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশ

১. এফসিটিসি অনুসারে পাবলিক প্লেস, পরিবহন, কর্মস্থল ইত্যাদি সংজ্ঞায়িত করা। এছাড়া রেষ্টুরেন্ট, সেলুন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ও শিল্পকারখানাসহ সব জনসমাগমস্থলকে ধূমপানমুক্ত করা।

২. যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক সকল প্রকার জনযানবাহন ধূমপানমুক্ত করা।

৩. পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানের স্থান সংক্রান্ত বিধান ধারা-৭ বাতিল করা।

৪. পাবলিক প্লেস বা পরিবহনে ধূমপান করলে জরিমানা অনধিক পাঁচশত টাকা এবং অনাদায়ে অনধিক এক মাসের কারাদন্ডের বিধান করা।

৫. পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বা চালক যে কোন ব্যক্তিকে ধূমপানের দায়ে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন হতে বহিস্কার করতে পারবে।

৬. পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের একাধিক দৃষ্টিগোচর স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ এবং ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন ও প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৭. আইন দ্বারা নির্ধারিত পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে (ধূমপানমুক্ত স্থানে) তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না।

৮. স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে ধূমপানমুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা প্রদান।

৯. পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে ব্যর্থ হলে মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বা চালক অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা এক্ষেত্রে অনধিক তিনমাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের বিধান করা।

১০. পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত ধারাটি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সিভিল সোসাইটিকে আইনের মাধ্যমে মনিটরিং ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

নতুন নতুন ধূমপায়ী তথা কিশোর-তরুনদের ধূমপানের নেশায় আসক্ত করতে এবং পুরাতন ধূমপায়ীরা যেন ধূমপান ত্যাগে নিরুৎসাহ বা অনবরত ধূমপানে অভ্যস্ত থাকার কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য তামাক কোম্পানীগুলো বিজ্ঞাপন এবং নানা ধরনের প্রলুব্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তামাক কোম্পানিগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং স্পন্সরশিপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার করে থাকে। ২২টি দেশে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ফলে ৭.৪ শতাংশ তামাক ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। থাইল্যান্ডে বিজ্ঞাপন বন্ধের ফলে ২২% ধূমপান হ্রাস পেয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা জরুরি।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের পাশাপাশি সিগারেটের প্যাকেট তামাক কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনের অন্যতম মাধ্যম। নানা উপায়ে আকর্ষনীয়ভাবে তৈরী করা সিগারেটের প্যাকেটের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো সিগারেট বিক্রয়স্থল এবং অন্যান্য স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে থাকে। GATS গবেষনায় দেখা যায়, বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হওয়ার পরও তামাক কোম্পানিগুলোর অবৈধ বিজ্ঞাপনের কারণে প্রায় ৩৮.৪% প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সিগারেট বিক্রয় স্থলে বিজ্ঞাপন দেখেছে এবং ৩২.১% বিক্রয়স্থল ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সিগারেটের বিজ্ঞাপন ও প্রমোশন দেখেছে।

বিশ্বের অনেক দেশেই তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবু তামাক কোম্পানিগুলো আইনের ফাঁকফোকার দিয়ে পরোক্ষভাবে নানা কৌশলে বিজ্ঞাপন প্রচার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্পন্সর, সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচী আয়োজন এবং

তামাক কোম্পানীর পরোক্ষ বিজ্ঞাপন

আর্কষণীয় প্যাকেটের মাধ্যমে নাম ও লোগো ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে। মরিশাস সহ পৃথিবীর অনেক দেশ তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচী নিষিদ্ধ করে এসব বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধের ফলে যেসব সুবিধা পাওয়া যায়:

- নারী ও কিশোর-তরুনদের ধূমপানে আকৃষ্ট করা তামাক কোম্পানির জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।
- পুরাতন ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগে নিরুৎসাহিত করতে পারে না।
- ধূমপানকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারে না।
- ধূমপানের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়।
- তামাক কোম্পানির ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস পায়।

এফসিটিসি ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

এফসিটিসি-র আর্টিকেল ১৩ অনুসারে-পক্ষভুক্ত সকল রাষ্ট্র এ চুক্তি কার্যকর হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং স্পন্সরশিপ নিষিদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধের এই নিষেধাজ্ঞা দেশীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

এফসিটিসির আর্টিকেল ১৩ এর গাইড লাইনের মূল বিষয়গুলো:

১. এফসিটিসি-র আর্টিকেল ১ অনুসারে Tobacco Advertising, Promotion, Sponsorship ইত্যাদি বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সংশিষ্ট সংজ্ঞাগুলো সম্পৃক্ত করা।

২. দেশীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সব রকম বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং স্পন্সরশিপ নিষিদ্ধ করা।

৩. তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন, বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং স্পন্সরশিপ নিষিদ্ধ করা।

৪. তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকর মনিটরিং প্রয়োজন

৫. আইনের প্রয়োগ ও জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ব্যাপক জনসচেতনতা ও কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতা জরুরি।

৬. বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ধারা বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি।

৭. দেশীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮. বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ধারা ভঙ্গের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও উচ্চ হারে জরিমানার বিধান করা।

৯. তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং স্পন্সরশিপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধের বিধানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকা জরুরি।

- কোন প্রকার ছাড়ব্যতিত সব ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন ও প্রমোশন এবং স্পন্সরশিপ নিষিদ্ধ করা।
- প্রমোশন, প্রমোশনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ বা প্রমোশনের মতো কোন কাজ নিষিদ্ধ করা।
- তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ (প্রমোশন) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।
- তামাকজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বা বাণিজ্যিক সুপারিশ বা অন্য কোন কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।
- তামাক কোম্পানির আর্থিক বা অন্য যে কোন সহযোগিতার কোন কার্যক্রম আয়োজন বা একক ব্যক্তিকে যে কোন ধরনের সহযোগিতা।
- তামাকজাত দ্রব্যের ব্র্যান্ড নাম এর বিজ্ঞাপন বা প্রমোশন বা এ সংক্রান্ত সকল ধরনের কর্পোরেট প্রমোশন এবং প্রচলিত গণমাধ্যম বা ট্রাডিশনাল মিডিয়া (প্রিন্ট, টিভি, রেডিও) এবং অন্যান্য মিডিয়া যেমন; ইন্টারনেট, মোবাইল, টেলিফোন, সিনেমা এবং অন্য নতুন যে কোন মিডিয়ায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা

১০. বিজ্ঞাপন মনিটরিং, বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর কার্যক্রম ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা।

১১. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারা মনিটরিং ও বাস্তবায়নে সিভিল সোসাইটিকে ক্ষমতা প্রদান।

বিভিন্ন উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের (মোবাইল কোর্ট) মাধ্যমে সিগারেটের বিজ্ঞাপন অপসারণের ছবি

বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারাসমূহ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা ৫ এ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে-

৫. তামাকজাত পন্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ- (১) কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন প্রেক্ষাগৃহে বা সরকারী ও বেসরকারী রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার, আলোকচিত্র প্রদর্শন বা শ্রুতিগোচর করিবে না বা করাইবে না।

(খ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন রহিয়াছে এমন কোন ফিল্ম বা টেপ বা অনুরূপ অন্য কিছু বিক্রয় করিবে না বা করাইবে না।

(গ) বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, ম্যাগাজিন, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, বিলবোর্ড, খবরের কাগজ বা ছাপানো কাগজে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন মুদ্রন বা প্রকাশ করিবে না বা করাইবে না।

(ঘ) জনগণের নিকট এমন কোন লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরন বা সরবরাহ করিবে না যাহাতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, দ্রব্যের ব্রান্ডের নাম, রং, লোগো, ট্রেডমার্ক, চিহ্ন, প্রতীক বা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় বিজ্ঞাপন অর্থ যে কোন প্রকার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ই-মেইল, ইন্টারনেট, টেলিকাষ্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে লিখিত, ছাপানো বা কথিত শব্দের দ্বারা প্রচার।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর কোন কিছুই তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয় এমন কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান বা প্রলুব্ধকরনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি উক্ত দ্রব্যের কোন নমুনা বিনামূল্যে জনগনকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি বা স্কলারশীপ প্রদান কিংবা গ্রহণ কিংবা কোন টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা করিতে পারিবেন না।

(৫) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিলে তিনি অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বিদ্যমান আইনের সীমাবদ্ধতা

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেক। ২০০৫ সালের পর দেশে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞাপন তেমন একটা না হলেও তামাক কোম্পানিগুলো আইন ভঙ্গ করে পরোক্ষভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রকাশ ও প্রদর্শন করে আসছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হলেও আইনের দূর্বলতার সুযোগে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কৌশলে বিজ্ঞাপন প্রচার করে আসছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বিজ্ঞাপনের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হলেও স্পন্সরশিপ (Sponsorship), প্রমোশন (Promotion), ব্র্যান্ড স্ট্রেচিং (Brand Strectchin), ব্রান্ড শেয়ারিং (Brand Sharing) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

নাটক সিনেমায় ধূমপান ও তামাক সেবনের দৃশ্য মানুষকে ধূমপান ও তামাক সেবনে উদ্বুদ্ধ করে। সাম্প্রতিক সময়ে নাটক এবং সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর হার বেড়ে গেছে। এ ধরনের দৃশ্য দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজকে ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। বিদ্যমান আইন অনুসারে এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করা সম্ভব নয়। এজন্য আইনের সংশোধন প্রয়োজন।

বিদ্যমান আইনের ৫ (ঘ) ধারায় জনগণের নিকট তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ডের নাম, রং, লোগো, ট্রেডমার্ক, চিহ্ন, প্রতীক বা বিজ্ঞাপন রয়েছে এমন ধরনের লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ বা সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপরদিকে ৫ (২) উপধারায় উল্লেখ করা হয়েছে এ ধারাটি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করে এমন কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ ধারাটির মাধ্যমে মূলত তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, দলিলাদি বা লিফলেট সংক্রান্ত উপকরণ দোকানদার বা ব্যবসায়ীর মাঝে বিতরনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কোম্পানিগুলো এ ধারাটি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করে জনগণের মাঝে লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ, প্রদর্শন ও প্রচারণা করে আসছে।

সরকারীভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধের জন্য একাধিকবার সতর্কীকরণ বিজ্ঞাপন প্রদান এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হলেও কোম্পানিগুলো বারবার বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রকাশ ও প্রদর্শন করছে। বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের কারণে দোকানদার বা খুচরা ব্যবসায়ীকে ব্যক্তি হিসেবে জরিমানা করা হলেও কোন তামাক কোম্পানিকে আজ পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা হয়নি।

তামাক কোম্পানী কর্তৃক আইন ভঙ্গের ফলে জেল ও জরিমানার পরিমান কম এবং অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য কোম্পানির সরাসরি দায় না থাকায় তামাক কোম্পানিগুলো আইন ভঙ্গ করছে। বিদ্যমান আইনে অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হলে কোম্পানিকে জরিমানা করার কোন সুযোগ নেই। কোম্পানির পক্ষে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা যাবে মাত্র।

তামাক কোম্পানিগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় ছোট ছোট দোকানদাররা বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানি ছোট ছোট দোকানীদের অর্থ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের লোভ দেখিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারে উদ্বুদ্ধ করছে। বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য দোকানীদের পাশাপাশি কোম্পানির বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ধারাটি

বাস্তবায়ন অনেক সহজ হবে। তামাক কোম্পানিগুলো কোম্পানির নাম ও লোগো ব্যবহার করে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর আদলে তামাকজাত দ্রব্যের প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এফসিটিসি গাইডলাইনেও এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধের কথা বলা হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্যের প্রমোশন কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে এফসিটিসির গাইড লাইন অনুসারে (Corporate Social Responsibility) তামাক কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের নাম, সিল, সাইন, লোগো, ট্রেডমার্ক, চিহ্ন, প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালার মাধ্যমে সব ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ এবং আইন অমান্যে এক হাজার টাকা জরিমানা বা তিন মাসের জেল বা উভয় দন্ডের বিধান করা হয়েছে। তামাক কোম্পানির জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা বা তিন মাসের জেল খুবই সামান্য। জরিমানা বা শাস্তির পরিমান কম হওয়া এবং আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে কোম্পানির দায়বদ্ধতা না থাকায় কোম্পানিগুলো আইনের তোয়াক্কা করছে না।

অনেক দেশে সব ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের পাশাপাশি তামাক কোম্পানির নাম ও লোগো ব্যবহার করে প্রচারণা কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ধারা ভঙ্গের দায়ে কোম্পানিগুলোর প্রতি বড় ধরনের জরিমানা ও শাস্তির বিধান রয়েছে। আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গের দায়ে তামাক কোম্পানির জরিমানা, ও শাস্তির পরিমান বৃদ্ধির পাশাপাশি সব রকম বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা জরুরি।

বিদ্যমান আইনের বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ধারায় সীমাবদ্ধতাগুলো:

১. আইনে তামাকজাত দ্রব্যের স্পন্সরশিপ (Sponsorship), প্রমোশন (Promotion), ব্র্যান্ড স্ট্রেচিং (Brand Strectching), ব্রান্ড শেয়ারিং (Brand Sharing) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

২. নাটক সিনেমায় বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার নিষিদ্ধ সংক্রান্ত কোন বিধান নেই।

৩. বিদ্যমান আইনে সুস্পষ্ট বিধান না থাকায় তামাক কোম্পানী লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ, প্রদর্শন ও এর মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা চালাচ্ছে।

৪. সামাজিক দায়বদ্ধতার (Corporate Social Responsibility) নামে কোম্পানিগুলো নাম, লোগো ব্যবহার করে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৫. তামাকজাত দ্রব্যের ব্র্যান্ডের নাম, রং, লোগো, ট্রেডমার্ক, চিহ্ন, প্রতীক ব্যবহার করা বা তামাকজাত দ্রব্যের অনুরূপ অন্য কোন উপকরণ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়নি।

৬. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের প্রেক্ষিতে কোম্পানির জেল ও জরিমানার পরিমান নূন্যতম। নূন্যতম জরিমানার কারণে কোম্পানিগুলো আইন ভঙ্গ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

বিদ্যমান আইন লঙ্ঘন ও আইনের দূর্বলতার সুযোগে বিজ্ঞাপন প্রচারের নমুনা

বিদ্যমান আইন লঙ্ঘন ও আইনের দূর্বলতার সুযোগে বিজ্ঞাপন প্রচারের নমুনা

বিদ্যমান আইন লঙ্ঘন ও আইনের দূর্বলতার সুযোগে বিজ্ঞাপন প্রচারের নমুনা

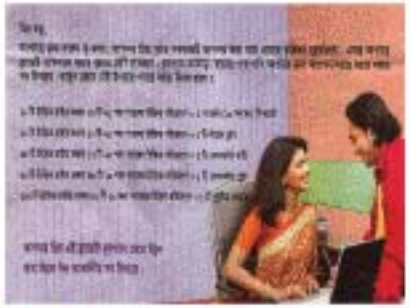

গবেষণায় দেখা যায় অধিকাংশ ধূমপায়ী কিশোর বয়সে ধূমপান শুরু করে। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য কিশোর ও তরুণদের ধূমপানে আকৃষ্ট করা। এছাড়া ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যেও বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে। তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ধারাটি সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশঃ

ক) তামাকজাত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

খ) Tobacco Advertising, Promotion, Sponsorship এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আইনে সংজ্ঞায়িত ও সম্পৃক্ত করা।

গ) বাংলাদেশের অথবা বিদেশে তৈরিকৃত কিন্তু বাংলাদেশে লভ্য এবং প্রচারিত কোন সিনেমা, নাটক, প্রামান্যচিত্রে যথাযথ বিবেচনাবোধ ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্য ও এ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারের দৃশ্য প্রচার বা প্রদর্শন বা বর্ণনা নিষিদ্ধ করা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট, ইমেইল, থিয়েটার, আন্তজার্তিক চলচ্চিত্র উৎসব, ম্যাগাজিন, মঞ্চ অনুষ্ঠানও এর অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ) তামাক কোম্পানী সমাজ উন্নয়নমূলক কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলে অথবা এর ব্যয়ভার গ্রহণ করলে ও কোম্পানীর নাম, সিল, সাইন, লোগো, ট্রেডমার্ক, চিহ্ন, প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

ঙ) কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরন বন্ধের বিধান সংযুক্ত করা।

চ) যথাযথ বিবেচনাবোধ ভিন্ন কোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বা খুচরা বিক্রেতা সরাসরি বা অন্য কোনভাবে কোন তামাকজাত দ্রব্য, ব্র্যান্ড ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন রিপোর্ট বা প্রতিবেদন বা ফিচার বা আর্টিকেল বা প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বা সাক্ষাৎকার বা মতামত বা মন্তব্য অনুরূপ কোন কিছু প্রচার নিষিদ্ধ করা।

ছ) তামাক উৎপাদক বা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, সরবরাহকারী, খুচরা বিপনণকারী কোন অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোক্তার নিকট তামাকজাত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার বা প্রর্দশন করিবে না বা করাইবে না ।

জ) ব্র্যান্ড স্ট্রেচিং, ব্রান্ড শেয়ারি এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আইনে সংজ্ঞায়িত করা।

ঝ) তামাক কোম্পানি এবং কোম্পানির প্রতিনিধি কর্তৃক আইনভঙ্গের প্রেক্ষিতে তামাক কোম্পানী এবং কোম্পানী প্রতিনিধিকে আলাদা জরিমানা ও শাস্তি প্রদানের বিধান সংযুক্ত করা।

ঞ) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিলে তিনি অনুর্ধ্ব এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এ ধরনের বিধান যুক্ত করা। একই ব্যক্তি কর্তৃক দ্বিতীয়বার একই ধরনের অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার দায়ে জরিমানা বা শাস্তি পর্যায়ক্রমে দ্বিগুণ করা। পুনঃ পুনঃ একই ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের দায়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল, পণ্য বাজেয়াপ্ত বা ধ্বংস এর বিধান সংযুক্ত করা।

"তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা" অর্থ যে কোন প্রকার বানিজ্যিক যোগাযোগ, সুপারিশ, কর্মকান্ড বা কোন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ বা তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্য করে প্রভাবিত করা বা প্রচারণা ঘটানো।

"তামাকজাত দ্রব্যের স্পন্সরশিপ" অর্থ কোন অনুষ্ঠান, কর্মকান্ড, কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কোন প্রকার সহায়তামূলক অবদান যার মাধ্যমে কোন তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন বা ব্যবহারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচারণা ঘটায়।

তামাক ও তামাকের প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

বিড়ি ব্যবহারের জন্য বছরে যে পরিমান অর্থ খরচ হয় তা দিয়ে

- ৪৮৫ কোটি ডিম ক্রয় করা সম্ভব বা;
- ১ কেজি ওজনের ২৯ কোটি মুরগী ক্রয় করা সম্ভব বা ;
- ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন চাল ক্রয় করা সম্ভব বা;
- ১১ লক্ষ ছোট দোকান খোলা সম্ভব।

চিত্র : বিড়িতে ব্যয়িত অর্থের মাধ্যমে পুষ্টি-র উৎস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা

বিড়িতে বাৎসরিক ব্যয় ২৯১২ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিড়ির পিছনে বাৎসরিক ব্যয়কৃত অর্থ দিয়ে ঐ অর্থ বছরের-

- ঘাটতি বাজেটের ৯.৯৬% পূরণ করা সম্ভব
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে আয়ের উৎসের ৯.৫৫%
- স্বাস্থ্য খাতের ৪১.৬%
- শিক্ষা খাতের ৩৯.২৭%
- সমাজ কল্যান খাতের ২.২৫%
- গৃহায়ন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের ২ গুণের অধিক

বাংলাদেশ তামাক ব্যবহারের ব্যাপকতা-

- বাংলাদেশে ৪৩% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ (৪ কোটির বেশী) কোন না কোনভাবে তামাক ব্যবহার করে।
- ৫৮% পুরুষ এবং ২৯% নারী তামাক ব্যবহার করেন।
- ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে বেশী। ২৮% নারী এবং
- ২৬% পুরুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন।
- ৪৫% পুরুষ এবং ১.৫% নারী সিগারেটের মাধ্যমে এবং ২১% পুরুষ ও ১.১% নারী বিড়ির মাধ্যমে ধূমপান করেন।

তামাকজনিত রোগ, পঙ্গুত্ব ও মৃত্যু

- ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে প্রতিবছর ৩০ বছরের বেশি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১২ লক্ষ মানুষ ক্যান্সার ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্ত-চাপ, হার্ট এটাক, এজমা-সহ ৮টি কঠিন রোগের আক্রান্ত হয়, ১২ লক্ষ মানুষ এর মধ্যে ৫৭,০০০ জন মৃত্যুবরণ এবং ৩,৮২,০০০ মানুষ তামাকজনিত কারণে পঙ্গুত্ববরণ করেন।

বাংলাদেশে তামাক চাষ

বাংলাদেশে প্রতিবছর ৭৪,০০০ হেক্টর তামাক চাষ হয়।

সূত্র: তামাক চাষের ক্ষতি: তামাক চাষ বন্ধ করে খাদ্য উৎপাদন-উইবিনীগ

যদিও বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমান জমিতে তামাক চাষ হয় বলে উইবিনীগ ও ডাব্লিবিবির বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। যা পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি।

তামাকের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি

- প্রতিবছর ১২ লক্ষ মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত প্রধান ৮টি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে; এদের চিকিৎসা, অকালমৃত্যু, পঙ্গুত্বের কারণে বছরে দেশের অর্থনীতিতে ৫,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। অপরপক্ষে তামাকখাতে অর্থনীতি বছরে ২,৪০০ কোটি টাকা আয় করে। সুতরাং তামাক ব্যবহারের ফলে দেশের অর্থনীতিতে বছরে নীট আর্থিক ক্ষতির পরিমান ২,৬০০ কোটি টাকা।

সূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ৩১ মে ২০০৭

- তামাকজনিত রোগের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় (সরকারের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ও তামাক ব্যবহারকারীর নিজেস্ব ব্যয়) ৫ হাজার কোটি টাকা এবং পরোক্ষ ব্যয় (তামাক ব্যবহারকারীর অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুজনিত কারনে) ৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বছরে তামাকজনিত মোট স্বাস্থ্য ব্যয় ১১ কোটি টাকা।

সূত্র: Barket .A., The Economic of tobacco and tobacco Taxation in Bangladesh 2008. Dhaka

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ বাক্যটি প্রায় সবাই জানে। কিন্তু ধূমপানে স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হয় বা কিভাবে ক্ষতি হয় তার সুস্পষ্ট তথ্য ধূমপায়ী বা অধূমপায়ীর প্রায় সবারই অজানা। এই অসচেতনতার কারণে প্রতিদিনই অনেকে নতুন করে ধূমপায়ীর খাতায় নাম লেখাচ্ছে, যার অধিকাংশই কিশোর ও তরুণ।

কিশোর-তরুণরা অনেকে নিছক কৌতুহল বশে বা বন্ধুদের কাছে নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক বোঝাবার জন্য ধূমপান শুরু করে। এই ক্ষেত্রে ধূমপানের ক্ষতিকর উপাদান ও দিক সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় কোন প্রকার সচেতনতা সৃষ্টি হয় না। আবার ধূমপায়ীদের মাঝেও ধূমপান ছাড়ার কোন ইচ্ছা বা তাগিদ দেখা যায় না। এই কারণে সারা দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মাঝে রয়েছে।

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ব্যবহৃত লো-টার, লাইট, মাইল্ড ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে ধূমপায়ীদের মাঝে বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকেই ধারণা করেন এ সব শব্দযুক্ত মোড়কে আচ্ছাদিত তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বা সেবন করলে কম ক্ষতি হয়। তামাক কোম্পানিগুলোও জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

তামাক ব্যবহারের কারণে ব্যবহারকারী নিজে এবং পরোক্ষ ধূমপানের কারণে ধূমপায়ীর প্রিয় মানুষগুলো ধূমপান না করেও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তামাক সেবন বা ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তথ্য জানানোর সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী উপায় হচ্ছে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ তথ্য প্রদান। বিশ্বের ৪০টির বেশি দেশে বর্তমানে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী রয়েছে। দিন দিন সচিত্র সতর্কবানী প্রদানকারী দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক দেশে ৫০%-৯০% পর্যন্ত (উভয়দিকে মূলপ্রদর্শনী তলে) সচিত্র স্বাস্থ্যসতর্কবানী প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি দেশই সতর্কবানী প্রদানের চেষ্টা করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক দিক।

গবেষণায় দেখা যায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী ধূমপান ত্যাগ করতে এবং মানুষকে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালণ করে। ১৯৯৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ার এই ধরনের সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান করায় ধূমপায়ীদের একটি বড় অংশ ধূমপান ছেড়ে দেয়। ১৯৯৬ সালে ক্যানাডায় স্বচিত্র সর্তকবানী ধূমপায়ীর একটি বড় অংশকে ধূমপান ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

ক্যানাডায় ধূমপানজনিত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদানের ফলে এক চতুর্থাংশ ধূমপায়ী বাড়ীতে ধূমপান ত্যাগ করেছে। ব্রাজিলের দুই তৃতীয়াংশ ধূমপায়ী বলেছেন সচিত্র সতর্কবানীর কারণে তারা ধূমপান ত্যাগ করতে চান। সিঙ্গাপুরের ৭১% ধূমপায়ী বলেন, সচিত্র সতর্কবানীর ফলে তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়েছে।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট কর্তৃক দেশের ৩০টি জেলার ৩০৫০ জন ধূমপায়ীর মাঝে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবানী সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা যায় ৭৪.৪% ধূমপায়ী বলেছে বর্তমান সতর্কবানী তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলছে না। **"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর"** এই ধরণের সতর্কবানী থেকে ধূমপানে কি কি ক্ষতি হয় তা বোঝা যায় কি না এ প্রশ্নের উত্তরে ৬৪.৪% ধূমপায়ী বলেছেন তারা বোঝেন না। মাত্র ৩৫.৬% ধূমপায়ী বলেছেন তারা কিছুটা বোঝেন। ৯৫.৫% ধূমপায়ী বলেছে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবানী প্রদান করা হলে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব হবে।

আমাদের দেশের জনগণের একটি বৃহৎ অংশ নিরক্ষর। ছবিসহ সর্তকবাণী প্রদান করা হলে নিরক্ষর জনগণ সহজে বুঝতে পারবে বিধায় তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করা প্রয়োজন। একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

প্রস্তাবিত নমুনা প্যাকেট

এফসিটিসি ও তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী:

এফসিটিসি আর্টিকেল ১১ তে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সতর্কবানী প্রদানের বিষয়ে বলা রয়েছে:

"সতর্কবাণী অবশ্যই মোড়কের সামনে ও পিছনে উভয় পাশে কমপক্ষে ৫০% জায়গা জুড়ে থাকা উচিৎ। তবে তা কোনভাবেই ৩০% এর নিচে থাকতে পারবে না। এফসিটিসি বাস্তবায়ন গাইড লাইন অনুসারে এই সতর্কবাণীতে ছবি ও লেখা উভয়ই থাকতে হবে, যা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতে হবে। সতর্কবাণীতে স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য ক্ষতির কথাও থাকতে হবে।"

আর্টিকেল ১১ এর গাইড লাইনের মূল বিষয়গুলো :

১. এফসিটিসি আর্টিকেল ১ এবং ১১ অনুয়ায়ী প্রধান বিষয়গুলো সজ্ঞায়িত করা।

২. তামাকজাত দ্রব্যের স্বাস্থ্যক্ষতি সম্পর্কে ভুল ও প্রতারনামূলক (যেমন লাইট, মাইল্ড, লোটার) শব্দ, মোড়ক, লেবেলিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা।

৩. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের সামনে ও পিছনের মূল প্রর্দশন তলে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সুস্পষ্ট, দৃশ্যমান এবং সহজবোধ্যভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

৪. স্বাস্থ্যসতর্কবানী পাশাপাশি অন্যান্য সতর্কবানী প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে প্রদত্ত সতর্কবাণী নির্দিষ্ট সময় পরপর পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা ।

৬. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে প্রদত্ত সর্তকবাণীতে অবশ্যই ছবির সঙ্গে সম্পর্কিত লেখা দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত হতে হবে।

৭. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত পদ্ধতিতে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে তামাকজাত দ্রব্যে ব্যবহৃত উপাদানের ক্ষতিকারকতা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা।

৮. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, লেবেলিং এর ডিজাইন, সতর্কবাণী প্রদানের ও প্রদর্শনের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সতর্কবাণী সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যসমূহ প্রদান, পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের ক্ষমতা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রদান।

৯. পরিদর্শক ও প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য একাধিক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভূক্ত (আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব) হয়ে থাকলে তা নির্দিষ্ট করতে হবে।

১০. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সতর্কবাণী সংক্রান্ত ধারা ভঙ্গের দায়ে আনুপাতিক মাত্রায় শাস্তি ও জরিমানার বিধান করতে হবে।

১১. Civil society কে মনিটরিং ও আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা।

বিদ্যমান আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সতর্কবাণী

বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বর্তমান অবস্থা

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ এর ১০ ধারায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সর্তকবানী বিষয়ে বলা হয়েছে-

(১) তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে বড় অক্ষরে স্পষ্টত দৃশ্যমানভাবে ও বড়মাপে (মোট জায়গার অন্যূন ৩০% শতাংশ পরিমান) নিম্নবর্ণিত যে কোন সর্তকবানী মুদ্রন করিবে। যথা:-

(ক) ধূমপান মৃত্যু ঘটায়।
(খ) ধূমপানের কারণে ষ্ট্রোক হয়।
(গ) ধূমপান হৃদরোগের কারণ।
(ঘ) ধূমপান ফুসফুস ক্যান্সারের কারণ।
(ঙ) ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয় বা
(চ) ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

(২) উপ- ধারা-(১) এর বিধান অনুসরন করা হয় নাই এমন কোন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়ক কোন ব্যক্তি ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বিধানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

বাংলাদেশে ২০০৫ সালের পূর্বে প্যাকেটের গায়ে সতর্কবাণী খুবই দুর্বল ও বিভ্রান্তিকর ছিল। সংবিধিবদ্ধ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী **"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর"** খুবই ছোট অক্ষরে লেখা হতো। এ ধরনের সতর্কবাণী কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখা যেতো না এবং জনগণের নিকট বোধগম্য হতো না।

২০০৫ সালের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সর্তকবাণী লিখিত আকারে জোরালো করা হয়। আইনে ৩০% স্থান জুড়ে ৬ টি স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পর্যায়ক্রমে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হলেও পুরাতন সর্তকবাণীটি রেখে দেওয়া হয়। তারপরও তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় পরিবর্তন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর হওয়ায় এ ধরনের স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বুঝতে পারে না।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে সুস্পষ্টভাবে লাইট, মাইল্ড, লো-টার জাতীয় বিভ্রান্তিকর শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়নি। দেশে অনেক তামাকজাত দ্রব্য রয়েছে যাতে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কম ক্ষতিকর বুঝানো হচ্ছে। এ ধরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে তামাক কোম্পানীগুলো ক্রেতাদের সাথে প্রতারণা করছে।

বাংলাদেশে অনেক তামাকজাত পণ্য রয়েছে, যা খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়। তামাকজাত দ্রব্য খোলা অবস্থায় বিক্রয়ের ফলে সরকার রাজস্ব আদায় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে এ সব পণ্যে স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী প্রদান করা যাচ্ছে না। তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তামাকজাত পণ্যের খোলা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

বর্তমানে বিড়ি ও সিগারেট খুচরাভাবে বিক্রয় করা হয়। অধিকাংশ মানুষ খুচরা সিগারেট ক্রয় করে। খুচরা সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্য মানুষকে বেশি ধূমপানে উৎসাহী করে। খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা হলে সিগারেট ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব। বিদ্যমান আইন অনুসারে বিড়ি সিগারেটের খুচরা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান না করার দায়ে কোম্পানিগুলোকে জরিমানা ও শাস্তি প্রদানের কোন বিধান নেই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান থাকলেও এর পরিমাণ খুবই কম। ফলে কোম্পানিগুলো আইনের তোয়াক্কা করছে না।

বিড়ির প্রস্তাবিত নতুন প্যাকেট

বিদ্যমান আইনের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা :

- বর্তমান আইন অনুসারে সিগারেটের প্যাকেটে লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হচ্ছে। নিরক্ষর লোকের জন্য এ ধরনের লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কাজে আসছে না।
- লাইট, মাইল্ড, লো-টার জাতীয় বিভ্রান্তিকর শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়নি।
- খোলা অবস্থায় বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
- খুচরা সিগারেট বিক্রয় করা হচ্ছে। বর্তমান আইন দ্বারা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না।
- আইনভঙ্গের দায়ে জরিমানা ও শাস্তির পরিমান খুবই কম।
- সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য সর্তকবাণী ব্যবহার করার কোন বিধান আইনে না থাকায় জর্দা, গুল এধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্যক্ষতি সম্পর্কে সর্তকবাণী থাকছে না।

ধারাটি সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশ:-

১) তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উপরিভাগে এবং মূল প্রদর্শনী তলের উভয় পার্শ্বে অন্যূন ৫০% স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রঙ্গীন ছবিসহ বাংলায় সতর্কবাণী মুদ্রণ করতে হবে।

২) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উপর এমন কোন চিহ্ন, শব্দ, রং বা ছবি ব্যবহার করতে পারিবে না, যাহা আইনে বিধৃত স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বা বক্তব্যের পরিপন্থি। কোন প্রকার তামাকজাত পণ্যের মোড়কের ব্র্যান্ড এলিমেন্ট বা অন্য কোন উপায়ে লাইট, মাইল্ড লো-টার বা এ ধরনের বিভ্রান্তিকর শব্দ, চিহ্ন বা ডিজাইন ব্যবহার করা যাবে না।

৩) সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অত্র আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিধানের আওতায় প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় সচিত্র সতর্কবাণীর স্থান, আকার, পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ করবে।

৪) প্রতিটি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান/প্রদর্শন করতে হবে।

৫) তামাকজাত দ্রব্য প্যাকেটজাতকরণ ব্যতিত কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেতা-বিক্রেতা, ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারবে না।

৬) কোন ব্যক্তি, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ক্রেতা, বিক্রেতা বিশ শলাকার নিচে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারবে না।

৭) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা একাধিক সচিত্র সতর্কবাণী নির্ধারণ করবে। ছয় মাস পর পর সতর্কবাণী পরিবর্তন করবে।

জরিমানা ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশ:-

ক) কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক সংক্রান্ত বিধান লংঘন করলে তিনি অনুর্ধ্ব এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। একই ব্যক্তি কর্তৃক দ্বিতীয়বার একই ধরনের অপরাধ সংগঠিত হওয়ার দায়ে জরিমানা বা শাস্তি পর্যায়ক্রমে দ্বিগুণ হবে। উপযুক্ত আদালত একই ব্যক্তি কর্তৃক একাধিকবার অপরাধের দায়ে লাইসেন্স বাতিল, পণ্য বাজেয়াপ্ত বা ধ্বংস করিবার নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

ছবি সম্বলিত সতর্কবাণীসহ বিড়ির প্রস্তাবিত নমুনা প্যাকেট

বিভিন্ন দেশের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে প্রচলিত সচিত্র সতর্কবানীর নমুনা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

যে কোন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইনের ভিন্নতা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে আইন প্রয়োগের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। আইনটি বাস্তবায়নে প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তথ্যানুসারে দেখা যায়, কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা সীমিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যমান আইন অনুসারে সকল স্থানে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। তাই এমন কোন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি খুজে বের করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে আইনের সহজ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।

আইনের কতিপয় ধারা রয়েছে যে ধারাগুলোর তৎক্ষনাৎ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যেমন কোন ব্যক্তি পাবলিক প্লেস বা পরিবহনে ধূমপান করলে তৎক্ষনাৎ আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হলে আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বাড়বে এবং পালন করা সহজ হবে। মাঝ নদীতে অবস্থানরত লঞ্চ বা চলন্ত বাস অথবা ব্যস্ততম শহরে ধূমপানের ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন বা সহজে পৌছানো যায় না এ সব স্থানগুলোকে মানদণ্ড ধরে পরিকল্পনা জরুরি।

আইনে "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কমকর্তা" সম্পর্কিত বিদ্যমান ধারা

বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ২ এর ক অনুসারে **"কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কমকর্তা"** অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা তাঁহার সমমানের তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তাকে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এই সীমিত সংখ্যক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে নানাবিধ কারণেই আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্যার সমাধানে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরিধি বৃদ্ধি করা জরুরি।

ভারতে পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানের জন্য স্কুলের শিক্ষককে জরিমানা প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার পরিধি বৃদ্ধি করা জরুরি। সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্মকর্তা, ভোক্তা ও পরিবেশ আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ট্রাফিক পুলিশ, পুলিশ কর্মকর্তা, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্মকর্তা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, শিক্ষা, কৃষি ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের তাদের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ধূমপানের জন্য ধূমপায়ীকে জরিমানা করার ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

ধারাটি সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশ:

১. কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা তাহার সমমানের বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তা বা সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

২. সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তারা আইনের ধারা অনুসরণ পূর্বক জরিমানা আদায় করতে পারবে।

৩. ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপানের জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান

বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক উক্ত আমদানী দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমান উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো যদি কোন ধরনের তথ্য দাখিল না করে এ ক্ষেত্রে শাস্তির কোন বিধান নেই।

তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করার সুপারিশ:-

বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্য আমদানি সংক্রান্ত ধারাভঙ্গের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান নেই। আইনের সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত জরিমানা ও শাস্তির বিধান সংযুক্ত করার সুপারিশ করা হল।

ধারাটি সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশ

১) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিলে তিনি অনুর্ধ্ব এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

২) একই ব্যক্তি কর্তৃক একাধিকবার অপরাধ সংগঠিত হওয়ার দায়ে জরিমানা বা শাস্তি পর্যায়ক্রমে দ্বিগুণ হবে।

৩) উপযুক্ত আদালত একই ব্যক্তি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অপরাধের দায়ে লাইসেন্স বাতিল, পণ্য বাজেয়াপ্ত বা ধ্বংস করিবার নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

তামাক উৎপাদন বা চাষ নিরুৎসাহিতকরণ

তামাক চাষ শুধু খাদ্য সংকটই তৈরী করছে না, ধ্বংশ করছে পরিবেশ। নষ্ট করছে জমির উর্বরতা, বৃদ্ধি করছে স্বাস্থ্য সমস্যা। তামাক চাষের এলাকায় জনগণের মাঝে শিক্ষার হার তুলনামূলক কম। তামাক শুকানোর সময় শিশু-কিশোররা বাড়ীতে কাজ করার কারণে স্কুলে যেতে পারে না।

তামাক কোম্পানিগুলো প্রচারণার মাধ্যমে তামাক চাষকে লাভজনক হিসেবে অভিহিত করলেও গবেষণায় দেখা যায় তামাক চাষ কোনভাবেই লাভজনক নয়। তামাক চাষ লাভজনক হলে তামাক চাষীদের প্রতিবছর ঋণ নিতে হয় কেন? তামাক চাষ যদি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয় তাহলে তামাক চাষ করেও চাষীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেন দিন দিন খারাপ হচ্ছে? এ সব প্রশ্নের উত্তর খুজে বের করা প্রয়োজন। প্রকৃত সত্য হচ্ছে তামাক চাষ প্রক্রিয়া দারিদ্রতার একটি দুষ্টচক্র। অধিকাংশ চাষী এ চক্র হতে বের হয়ে আসতে পারে না।

তামাক চাষের ক্ষতি থেকে কৃষকদের রক্ষার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিরুৎসাহিতকরণ এবং বিকল্প অর্থকারী ফসল উৎপাদনে সহযোগিতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ লক্ষ্যে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় তামাক চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে হ্রাস পাচ্ছে খাদ্য উৎপাদনযোগ্য ফসলী জমি, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

আইনে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করন সংক্রান্ত ধারা:-

বিদ্যমান ধারা-১২ এর উপধারা ১ ও ২ এ উল্লেখ করা হয়েছে- তামাকজাত দ্রব্যের বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান– (১) তামাক চাষীকে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিরুৎসাহ এবং বিকল্প অর্থকরী ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করিবে, এইরূপ সুবিধা এই আইন কার্যকর হইবার পরবর্তী পাঁচ (৫) বৎসর পর্যন্ত- অব্যাহত থাকিবে।

(২) তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

খাদ্যশষ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তামাকের পরিবর্তে খাদ্যশষ্য (বিকল্প ফসল) উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকদের সহযোগিতা প্রদান প্রয়োজন।

তামাকজাত দ্রব্যের বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদাণ সংক্রান্ত ধারাটি সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশ:-

১) এ ধারার শিরোনামটি বিলুপ্ত করে "তামাক চাষ, উৎপাদন এবং ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ" শীর্ষক শিরোনামটি প্রতিস্থাপন করা।

২) বিকল্প ফসল উৎপাদনে কৃষকদের সহযোগিতার জন্য সরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

৩) তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কোন ধরনের ভতুর্কী বা ঋণ বা অন্য কোনরূপ সহযোগিতা প্রদান করা যাবে না।

৪) তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহনের জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষন প্রদান এবং কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিকল্প ও লাভজনক অন্যান্য খাদ্যশস্য চাষের লক্ষ্যে কৃষকদের প্রশিক্ষন প্রদান করবে ।

৫) তামাক চাষের ক্ষতি সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরীতে প্রচারনা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিনযোগ্য

তামাক নিয়ন্ত্রণকর্মীরা তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) এর ভয়েজ অব ডিসকভারী ও ইম্পেরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির তামাক সেবনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে এদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা বিশ্বে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অথচ বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে সরাসরি মামলা দায়ের করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। আইন অনুসারে কোন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করবে না।

তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন স্থানে আইনভঙ্গ করে চলেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে তামাক কোম্পানি কর্তৃক আইনভঙ্গ সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করলেও এ পর্যন্ত কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের হয়নি। যে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার প্রদান করা হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও বাস্তবায়ন সরকারের পক্ষে সহজতর হবে।

বিদ্যমান ধারা-১৪। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিনযোগ্য।- (১) The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন সকল অপরাধ-

(ক) আমলযোগ্য (Cognizable) এবং জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে

(খ) যে কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

ধারাটি সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশ

পূর্ববর্তী আইনের ধারা ১৪ এর উপধারা ২ বিলুপ্ত করা এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতিস্থাপন করা।

(১) রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিক আইন ভঙ্গের প্রেক্ষিতে সরাসরি মামলা বা অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

(২) তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিকার চাহিয়া সরাসরি উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে।

(৩) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এই আইনের অধীনে সংগঠিত অপরাধ বিচার করা যাইবে।

(৪) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হতে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও আইন সুরক্ষায় এফসিটিসির ৫.৩ এর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয় সংযুক্ত করা।

কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনভঙ্গের জন্য কোম্পানিকে কোন ধরনের জরিমানা বা শাস্তি প্রদানের বিধান নেই। বিদ্যমান আইন অনুসারে কোম্পানি কর্তৃক আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে কোম্পানি একজন ব্যক্তি। অভিজ্ঞতা অনুসারে দেখা যায়, বিজ্ঞাপনসহ আইনের বিভিন্ন ধারাভঙ্গ সংক্রান্ত কার্যক্রম কোম্পানির নীতিমালা বা পরিকল্পনা অনুসারে হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যক্তির পাশাপাশি কোম্পানিকে জরিমানা বা শাস্তি প্রদান করা হইলে আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত বিদ্যমান ধারা :

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ এর ধারা ১৫ অনুসারে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

ধারাটি সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপারিশ

কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট সংস্থা (Corporate Body) হলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাবে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন

তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল হচ্ছে সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিচালনা, মনিটরিং এবং সমন্বয় সাধনের জন্য আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থা বা বিভাগ। সারা দেশে ৬৪ টি জেলা টাস্কফোর্স এবং ৪৮৫ টি উপজেলা টাস্কফোর্স রয়েছে। এ টাস্কফোর্সগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত তথ্য, উপকরণ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন। এ সব কার্যক্রম পরিচালনার ও সমন্বয় সাধনের জন্য আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থা বা বিভাগ থাকা জরুরী। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ ধরনের একটি সংস্থা গড়ে তোলা হলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আরো সমন্বিত, জোরালো এবং সক্রিয়ভাবে কর্মশালা পরিচালনা করা সম্ভব।

বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে এ ধরনের কোন বিধান নেই। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষন, মূল্যায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠনের বিধান সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমান যে তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠিত হয়েছে- সেটা স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের বিশেষ আদেশে গঠিত হয়েছে। আইনী কাঠামো না থাকায় এর জন্য আলাদা অর্থ, লোকবল, অফিসসহ পরিচালনা পদ্ধতি নেই। আইনী কাঠামোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠিত হলে তখন তা পরিচালনায় সচেষ্ট হতে হবে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠনে ধারাটি সংযোজনের ক্ষেত্রে সুপারিশ

- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন এ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিক্ষন, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন "জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল" গঠন করা।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধির একটি কার্যকর উপায়। থাইল্যান্ডের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির ফলে তামাক ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং রাজস্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। তামাক কোম্পানিগুলো তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে দরিদ্রদের সমস্যা হবে এ ধরনের তথ্য প্রদান করে কর বৃদ্ধির বিরোধীতা করে। দরিদ্রদের সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বিষয়টি চিন্তা করে অনেক ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকগণ কর বৃদ্ধির বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে সহজ উত্তর হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়লে যদি জনগনের সমস্যা না হয় তবে ক্ষতিকর তামাকের দাম বৃদ্ধি পেলে মানুষের সমস্যা হবে কেন? আমরা কি মানুষকে অসুস্থ্য হওয়ার জন্য সুযোগ দেবো? না জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবো?

কর বৃদ্ধি জনসাধারনের কাছে অপ্রিয় বিষয়। কিন্তু তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি জনগণ সমর্থন করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি একটি জনপ্রিয় বিষয়। ২০০২ সালে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, দেশের ৮০% ধূমপায়ী এবং ৯৩% অধূমপায়ী তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধিকে সমর্থন করে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ সভা, কর্মশালা ও অন্যান্য সভাগুলোতে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি বিষয়ে সুপারিশ এসেছে। আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি এর আর্টিকেল ৬-এ তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির বিষয়ে বলা হয়েছে। বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে কর বৃদ্ধির বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় আইন উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সম্পৃক্ত করা জরুরী।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর স্বাস্থ্য কর (Health Tax)

তামাকজনিত রোগ হতে জনগণকে রক্ষার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং চিকিৎসা ব্যয় পরিচালনার জন্য সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ অর্থের যোগান নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। আইন উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ এবং তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্য হতে "স্বাস্থ্য কর" (Health Tax) নামে আলাদা কর সংগ্রহ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

তামাক ব্যবহারের কারণে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির অন্যতম কারণ। সরকার তামাক থেকে প্রাপ্ত করের একটি অংশ স্বাস্থ্য সেবা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ব্যয় করতে পারে। তামাক হতে আলাদাভাবে সংগৃহীত এ কর তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে সহযোগিতা করবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এশিয়ার থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, নেপাল, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে তামাকজাত দ্রব্য হতে স্বাস্থ্য কর আদায়ের বিধান রয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন কাজে ব্যয় করার জন্য থাইল্যান্ড পার্লামেন্টে **"থাই হেল্‌থ ফান্ড"** নামক একটি বিল পাস হয়। তামাক থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত ১% সরাসরি থাই হেলথ ফান্ডে জমা হয়। যা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর হিসাবে বিবেচিত। এছাড়া নেপালে ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছর থেকে তামাকের উপর স্বাস্থ্য কর ধার্য্য করা হয়েছে।

তামাকের উপর কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি করা হলে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তামাক ব্যবহার এবং তামাকজনিত মৃত্যুহার হ্রাস এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি বিষয়ে এফসিটিসি আর্টিকেল ৬ এ বলা হয়েছে:-

১. তামাক ব্যবহার হ্রাসে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে তামাকের উপর কর বৃদ্ধিকে একটি কার্যকর উপায় হিসেবে সরকার বিবেচনায় আনবে।

২. এফসিটিসি-র পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ দেশের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে যথাপোযুক্তভাবে তামাকের উপর কর বৃদ্ধির নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করবে।

৩. তামাক ব্যবহার হ্রাসে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের উপর সরকার নিয়মিত কর বৃদ্ধি করবে।

৪. আন্তর্জাতিক পর্যটকদের নিকট শুল্কমুক্ত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ করবে।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কতিপয় ধারা সংযোজনে সুপারিশ

১) তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করবে। আইন কার্যকর হওয়ার অনধিক দুই বছরের মধ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং অনধিক তিন বছর পর পর নীতিমালা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার তামাক কোম্পানিগুলোর উপর নির্দিষ্ট পরিমান কর আরোপ করিবে। যা "স্বাস্থ্য কর" (Health Tax) নামে অভিহিত হইবে। তামাক কোম্পানিগুলো থেকে সংগৃহীত এই অর্থ শুধু তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও স্বাস্থ্য সেবায় ব্যয় করা হবে।

তামাক বিরোধী সচেতনতা ও ধূমপান ত্যাগ সহায়ক কর্মসূচী

তামাক বিরোধী শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ এবং জনসচেতনতা

জনসাধারণকে তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক হতে রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি একটি জরুরি বিষয়। কিন্তু সচেতনতার বিষয়টি কোনভাবেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। এফসিটিসির আর্টিকেল ১২ অনুসারে তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুধু জনসাধারণের মাঝে নয়, বরং স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, উন্নয়ন সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, গণমাধ্যম, সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের মাকে করা জরুরি। সব শ্রেণী পেশার মানুষকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

সরকারী বেসরকারী সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করলে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব। সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টি সরকারী সংস্থাগুলোর মাঝে বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে একটি বিধান সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ এবং জনসচেতনতা

এফসিটিসি এর আর্টিকেল ১২ তে শিক্ষা, প্রচার, প্রশিক্ষণ এবং জনসচেতনতা বিষয়ে বলা হয়েছে। এ ধারা অনুসারে সরকার প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে তামাক নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তুলতে পারে। প্রয়োজনে সরকার এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ণের পাশাপাশি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ লক্ষ্যে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে-

১. তামাকের ব্যবহার, আসক্তি এবং ধূমপানের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে ব্যাপক কার্যকর এবং সমন্বিত শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ।

২. তামাক বর্জন করলে এবং তামাকমুক্ত জীবনে কি সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

৩. এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য অনুসারে, আইনে তামাক কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের জানার সুযোগ সৃষ্টি।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে সংবেদনশীল করতে সমাজকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, শিক্ষক, নীতিনির্ধারক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কার্যকর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

৫. তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীতে তামাক কোম্পানির সঙ্গে জড়িত নয় এমন বেসরকারী সংগঠনকে যুক্ত করা।

৬. তামাক উৎপাদন এবং ব্যবহারে স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ক্ষতি সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যের ভিত্তিতে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা।

ধূমপান ত্যাগে সহায়ক কর্মসূচী

তামাক ব্যবহারকারীদের অবহেলা করা বা তাদের প্রতি উদাসীন থাকা কোনভাবেই উচিত নয়। ধূমপায়ীরা তামাক কোম্পানির অশুভ কার্যকলাপের শিকার। এদের ভিকটিম হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তামাক ব্যবহারকারীরা অনেক ক্ষেত্রে চাইলেও আসক্তির কারণে সহজে ধূমপান ত্যাগ করতে পারে না। ধূমপায়ীদের সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করা প্রয়োজন।

তামাক ব্যবহারকারীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখতে ধূমপান ত্যাগে সহায়ক কর্মসূচী একটি কার্যকর উপায়। Golbal Adult Tobacco Survey 2009 অনুসারে বাংলাদেশে ৪৩% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ (৪ কোটির বেশী) কোন না কোনভাবে তামাক ব্যবহার করলেও আমাদের দেশে বর্তমানে ধূমপান ত্যাগে সহায়ক কোন কার্যক্রম নেই। সরকারী উদ্যোগ ব্যতীত এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে ধূমপান ত্যাগে উদ্বুদ্ধকরনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সরকারীভাবে ধূমপান ত্যাগে উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে এ সংক্রান্ত বিধান সংযুক্ত করা জরুরি। উল্লেখ, প্যাকেটের গায়ে ছবিসহ সতর্কবানী প্রদান করা হলে সরকার বিনা খরচে ধূমপান এর ভয়াবহতা জনগনের মাঝে তুলে ধরতে পারবে। এ ধরনের কার্যক্রম ধূমপান ত্যাগে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এফসিটিসি ও ধূমপান ত্যাগ সহায়ক কর্মসূচী:

এফসিটিসি অনুসারে সদস্য দেশসমূহ দেশের প্রচলিত আইনকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রায়োগিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত সঠিক, সহজ তথ্য এবং সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রচার করবে এবং তামাকের ব্যবহার রোধ ও আসক্তি প্রতিকারের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

ক) শিক্ষাঙ্গণ, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, কর্মক্ষেত্র, খেলাধূলার পরিবেশে ধূমপান ত্যাগের প্রচারনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খ) স্বাস্থ্য কর্মী এবং সমাজকর্মীদের অংশগ্রহনে ধূমপানজনিত রোগ নির্ণয় ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে এবং পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

গ) ধূমপান ও তামাক আসক্তি প্রতিরোধে রোগ নির্ণয় ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এবং পূনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঘ) ধূমপান ও তামাক আসক্তদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রসহ যাবতীয় সহযোগীতা প্রদান করতে হবে ।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ত্যাগ সহায়ক ধারাটি সংযোজনের ক্ষেত্রে সুপারিশ

১) তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার গন মাধ্যম, শিক্ষা কারিকুলাম এবং অন্যান্য মাধ্যমে প্রচারনা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২) তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সরকার তামাক ব্যবহার বর্জন সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ণ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ফলে জনস্বাস্থ্যের কি ধরনের উন্নয়ন হচ্ছে তা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি, কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা বৃদ্ধি, তামাকের বিকল্প চাষ, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী প্রদাণসহ অনেকগুলো বিষয় এ আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকারের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করবে। আইনের মাধ্যমে এ সংস্থাগুলোর কাজের ফলে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে কি ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যে বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের জানা জরুরি।

দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষন এবং মূল্যায়নের ধারা সংযোজন করা প্রয়োজন।

মূল্যায়নের ধারাটি সংযোজনের ক্ষেত্রে সুপারিশ-

১) সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষন এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে অনধিক দুই (২) বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করিবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নের প্রক্রিয়া

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বহুল প্রত্যাশিত একটি আইন। ১৯৯৯ সালে আইনটির খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হলে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনগুলো এ আইনের খসড়া প্রণয়নে সরকারের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। সংগঠনগুলো বিভিন্ন দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংগ্রহ এবং আইনের বিষয়ে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠনগুলো এ আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট-র সদস্য সংগঠন, সরকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, টিএফকে, দি ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের সুপারিশমালা তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশ তৈরির ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট বিষয়ে কর্মশালা, সেমিনার, আলোচনা সভার সুপারিশ, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত গবেষণার তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশ প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নে তথ্য প্রদান করা হলো:

২০০৫ সালে নানা কারণেই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে অনেকগুলো বিষয় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে পাশের পর থেকে সময় হতেই আইনটির সংশোধনের বিষয়টি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের আলোচনায় উঠে আসে।

২০০৬ সালের ১৭ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে Workshop on Amendment of Bangladesh Tobacco Control Legislation to Match with WHO FCTC নামে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

আঞ্চলিক উপদেষ্টা (তামাক নিয়ন্ত্রণ) ডা: খলিলুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (এনসিডি) ডা: সৈয়দ মো: আকরাম হোসেন বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, আইন কমিশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ২০০৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় সিরডাপ মিলনায়তনে National Workshop on Tobacco control law Implement শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা আইন সংশোধনের সুপারিশ করে।

২০০৫ সালের ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট Workshop on Implementation of Tobacco Control Law শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় আইন বাস্তবায়নে আইন সংশোধন এর প্রয়োজনীয়তার উপর সুপারিশ করা হয়।

সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মশালার পাশাপাশি ২০০৫ হতে ২০০৯ পর্যন্ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদসমূহ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিচালিত পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার তথ্যাদিও বিশ্লেষণ করা হয়। ২০০৭-২০০৯ সালে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট দি ইউনিয়নের সহযোগিতায় Tobacco Control বিষয়ক ৬টি Divisional Workshop পরিচালনা করে। উক্ত কর্মশালাগুলোতে আইনটি উন্নয়নের বিষয়ে অনেক সুপারিশ উঠে আসে।

২০০৭ সালের ৩য়, ২০১০ সালে ৪র্থ এবং ২০১২ সালে ৫ম জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালায় সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত প্রায় শতাধিক বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি আইন বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরে এর কার্যকর বাস্তবায়নে আইনটি উন্নয়নের বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ২০০৯ সালে আকাশ এবং আরটিএম জাতীয় সংসদের বেশ ক'জন মাননীয় সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছ থেকে আইন সংশোধনের বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করে। এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় এমিনেন্স ইন্টারন্যাশনাল এবং CTFK-এর বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (ক্যাব, মানবিক, প্রত্যাশা, ওয়াক ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর একটি কনসোর্টিয়াম) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী প্রদানে বিষয়ে ব্যাপক জনমত সংগ্রহ করে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২ আগষ্ট ২০০৯ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের লক্ষ্যে একটি ড্রাফটিং কমিটি গঠন। উক্ত কমিটি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের লক্ষ্যে মতামত আহবান করে। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা, তামাক নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণে কার্যরত ও পরিবেশবাদী সংগঠন আইন উন্নয়নের উপর মতামত প্রেরণ করে। এফসিটিসি, এফসিটিসি-র গাইড লাইন, আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন সংগঠনের মতামতের উপর ভিত্তি করে ড্রাফটিং কমিটি আইন সংশোধনের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি করে। যা চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এক নজরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে সুপারিশসমূহ

বিদ্যমান আইনের প্রতিবন্ধকতা

- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটিতে শুধু ধূমপানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত সাদাপাতা, জর্দা, গুল ইত্যাদি তামাকজাত দ্রব্যকে এর সংজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ শুধু ধোঁয়াযুক্ত তামাকই আইনের অর্ন্তভুক্ত। ধোঁয়াবিহীন (স্মোক লেস) তামাক এর অর্ন্তভুক্ত নয়।
- এক কামরায় অধিক পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানের স্থানের বিধান রয়েছে।
- বিগত দিনে যান্ত্রিক পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত কার্যক্রম অনেকাংশে সফল হয়েছে। তবে বিদ্যমান আইনে অযান্ত্রিক পাবলিক পরিবহনগুলো ধূমপানমুক্ত নয়। কর্মস্থল, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রেষ্টুরেন্ট এবং সেলুনকে ধূমপানমুক্ত স্থানের আওতায় আনা হয়নি।
- ধূমপানমুক্ত স্থান রাখতে ব্যর্থ হলে পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়কদের জরিমানা বা শাস্তির বিধান রাখা হয়নি অর্থাৎ ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরিতে বাধ্য বাধকতার বিধান নেই।
- তামাক কোম্পানিগুলো কোম্পানির নাম, লোগো ব্যবহার করে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর নামে তামাকজাত দ্রব্যের প্রসারের লক্ষ্যে পরোক্ষ বিজ্ঞাপন এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ।
- বাংলাদেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিরক্ষর। বিদ্যমান লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবানী এসকল নিরক্ষর লোকদের জন্য বোধগম্য নয়।
- বিদ্যমান আইনে যে সব ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির জরিমানার বিধান রয়েছে তার পরিমান অত্যন্ত কম এবং কিছু ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিকে জরিমানার কোন বিধান নেই।

প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে করনীয়:-

সংজ্ঞা সংক্রান্ত

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের শিরোনামের সঙ্গে মিল রেখে আইনটিতে শুধু ধূমপানের বিষয়টি নয় অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য যেমন: গুল, জর্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং পাইপে ব্যবহার্য মিশ্রন (মিস্কার) সহ সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

২. **"কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কমকর্তা"** এর সংজ্ঞায় কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরিধি বৃদ্ধি এবং সহজে জরিমানা আদায় ও আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

৩. দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অযান্ত্রিক পরিবহনে যাতায়াত করে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ধূমপানমুক্ত পরিবহনের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অযান্ত্রিক পাবলিক পরিবহনগুলোকেও ধূমপানমুক্ত পাবলিক পরিবহনের সংজ্ঞার আওতায় নিয়ে আসা এবং জনবহুল স্থানগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের সংজ্ঞা বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

ধূমপানমুক্ত স্থান :

১. পাবলিক প্লেস ও যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক সকল ধরনের পরিবহনে ধূমপানের স্থান সংক্রান্ত বিধান বাতিল করে ১০০% ধূমপানমুক্ত করা ;

২. বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল রেষ্টুরেন্টসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলকে পাবলিক প্লেসের আওতায় নিয়ে আসা;

৩. কর্মক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধূমপানমুক্ত করা;

৪. ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরি করতে এবং রাখতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শাস্তির বিধান করা;

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী

১. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৫০ শতাংশ জায়গা জুড়ে এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদান;

২. তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়স্থলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রর্দশন ।

৩. তামাকজাত পণ্যের মোড়কে কোন প্রকার ব্র্যান্ড এলিমেন্ট বা অন্য কোন উপায়ে লাইট, মাইল্ড, লো-টার, স্মুথ বা এ জাতীয় শব্দ, চিহ্ন বা ডিজাইন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;

৪. প্যাকেট ব্যতীত এবং দশ শলাকার নিচে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা;

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

১. তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা;

২. নাটক সিনেমায় তামাক ব্যবহারের দৃশ্য মানুষকে তামাক সেবনে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরনের দৃশ্য দেশের জনগন বিশেষ করে তরুণ সমাজকে ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। সিনেমা, নাটক, প্রামান্যচিত্রসহ অন্য মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রচার বা প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা;

৩. আন্তঃরাষ্ট্রীয় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা।

৪. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্যে অন্য কোন প্রকার দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;

৫. সামাজিক দায়বদ্ধতার (Corporate Social Resposiblity) নামে তামাক কোম্পানির নাম, লোগো ব্যবহার করে প্রচারনা নিষিদ্ধ করা;

তামাক কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ

১. স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হতে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও আইন সুরক্ষায় এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ এর বিষয়সমূহ আইনের সংযুক্ত করা;

২. তামাক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে যে কোন নাগরিককে মামলা করার অধিকার প্রদান এবং জরিমানা ও শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি;

৩. তামাক কোম্পানী কর্তৃক আইনভঙ্গের দায়ে কোম্পানিগুলোকে অভিযুক্ত, দোষী সাব্যস্ত করে জরিমানা ও শাস্তির বিধান করা এবং বর্তমান আইনে যে সব ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে তার পরিমান বৃদ্ধি করা;

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ ও বিকল্প ফসল

১. তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ ও কর বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়নের বিধান সংযুক্ত করা

২. সরকারের পক্ষ হতে তামাক কোম্পানিকে ঋণ প্রদান, সার বরাদ্দ, কর মওকুফ বা অন্যান্য সুবিধাদি বন্ধের বিধান করা ;

৩. বেসরকারি ব্যাংক বীমা বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামাক কোম্পানি বা তামাক উৎপাদন, বাজারজাত করন বা তামাক সংক্রান্ত যে কোন কাজে ঋণ প্রদান নিষিদ্ধ করা

আইন বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও অর্থায়ন

১. আইনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়নের বিষয়টি সংযুক্ত করা;

২. সরকারীভাবে তামাক বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালার বিধান সুস্পষ্টভাবে যুক্ত করা।

৩. তামাক কোম্পানিগুলো হতে আলাদা স্বাস্থ্য কর (Health Tax) আদায়;

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৫, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
তারিখ, ১লা চৈত্র, ১৪১১/১৫, মার্চ, ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১লা চৈত্র, ১৪১১ মোতাবেক ১৫ই মার্চ ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০০৫ সনের ১১ নং আইন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ;

যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ ইং তারিখে অনুস্বাক্ষর করিয়াছে ; এবং

যেহেতু উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা তাঁহার সমমানের বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(খ) "তামাক" অর্থ কোন নিকোটিমা টোবাকাম বা নিকোটিমা বাসটিকার উদ্ভিদ বা এতদ্সম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল;

(গ) "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ তামাক হইতে তৈরী যে কোন দ্রব্য, যাহা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, সিগার এবং পাইপে ব্যবহার্য মিশ্রণ (মিক্সার) ও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঘ) "ধূমপান" অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে :

(ঙ) "ধূমপান এলাকা" অর্থ কোন পবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্টকৃত কোন এলাকা;

(চ) "পাবলিক প্লেস" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরি, প্রেক্ষাগৃহ, আচ্ছাদিত প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপনী ভবন, পাবলিক টয়লেট, সরকারী বা বেসরকারীভাবে পরিচালনাধীন শিশু পার্ক এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

(ছ) "পাবলিক পরিবহণ" অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

জ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(ঝ) "ব্যক্তি" অর্থ কোম্পানী সমিতি বা সংস্থা বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তভূর্ক্ত হইবে।

৩. অন্যান্য আইনের প্রয়োগ– এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, The Railways Act 1890 (act IX of 1890), The Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben. act II of 1919), The Dhaka Metropolitan Police Ordiance, 1976 (Ord. No. III of 1976), The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ord. No. XIV. III of 1978), The Khulna Metropolitan Police Ordiance, 1985 (Ord. No. LII of 1985) এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন) সহ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন, আইন এর অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

৪. পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।– (১) ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন পাবলিক প্লেসে এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫. তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ– (১) কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন প্রেক্ষাগৃহে বা সরকারী ও বেসরকারী রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার, আলোকচিত্র প্রদর্শন বা শ্রুতিগোচর করিবে না বা করাইবে না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন রহিয়াছে এমন কোন ফিল্ম বা টেপ বা অনুরূপ অন্য কিছু বিক্রয় করিবে না বা করাইবে না;

(গ) বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, ম্যাগাজিন, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, বিলবোর্ড, খবরের কাগজ বা ছাপানো কাগজে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন মুদ্রণ বা প্রকাশ করিবে না বা করাইবে না; এবং

(ঘ) জনগণের নিকট এমন কোন লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ বা সরবরাহ করিবেনা যাহাতে তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ডের নাম, রং, লোগো, ট্রেডমার্ক, চিহ্ন, প্রতীক বা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা– এই ধারায় বিজ্ঞাপন অর্থ যে কোন প্রকার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ই-মেইল, ইন্টারনেট, টেলিকাস্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে লিখিত, ছাপানো বা কথিত শব্দের দ্বারা প্রচার।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর কোন কিছুই তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয় এমন কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান বা প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি উক্ত দ্রব্যের কোন নমুনা বিনামূল্যে জনগণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি বা স্কলারশীপ প্রদান কিংবা গ্রহণ কিংবা কোন টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা করিতে পারিবেন না।

(৫) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিলে তিনি অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬। অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন নিষিদ্ধ– (১) কোন ব্যক্তি জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা, পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন বা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিতে বা রাখিতে বা রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন অর্থ এমন স্বয়ংক্রিয় মেশিন যাহাতে কোন মুদ্রা, ধাতু, বা অন্য কোন দ্রব্য সন্নিবেশ করাইয়া স্বাভাবিকভাবে বা ক্রেতার সহযোগিতায় তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য পরিবেশন করা হয়।

৭। ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা– (১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।– ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৯। কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা– (১) এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে কোন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পাবলিক প্লেসে বা পাবলিক পরিবহণ হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয় করার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত, তামাকজাত দ্রব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন কার্যক্রম গৃহীত হইলে তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

১০। প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী ইত্যাদি– (১) তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে বড় অক্ষরে স্পষ্টত দৃশ্যমানভাবে ও বড়মাপে (মোট জায়গার অন্যূন ৩০% শতাংশ পরিমাণ) নিম্নবর্ণিত যে কোন সর্তকবাণী মুদ্রণ করিবে। যথাঃ-

(ক) ধূমপান মৃত্যু ঘটায়;
(খ) ধূমপানের কারনে ষ্ট্রোক হয়;
(গ) ধূমপান হৃদরোগের কারণ;
(ঘ) ধূমপান ফুসফুস ক্যান্সারের কারণ;
(ঙ) ধূমপানের কারনে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়; বা
(চ) ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

(২) উপ-ধারা-(১) বা (২) এর বিধান অনুসরণ করা হয় নাই এমন কোন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়ক কোন ব্যক্তি ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) বা (২) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১১। তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান– (১) তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক উক্ত আমদানিতব্য দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন দাখিল না করিয়া কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে যে কোন সময় উক্তরূপ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

১২। তামাকজাত দ্রব্যের বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান– (১) তামাক চাষীকে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিরুৎসাহ এবং বিকল্প অর্থকরী ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করিবে, এইরূপ সুবিধা এই আইন কার্যকর হইবার পরবর্তী পাঁচ (৫) বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

(২) তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

১৩। জনসেবক– কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে The Penel Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (Public Servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিনযোগ্য।– (১) The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন সকল অপরাধ-

(ক) আমলযোগ্য (Cognizable) এবং জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে;

(খ) যে কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

১৫। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।– এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক,

পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারায়–

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরনকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। মূল পাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ।– এই আইনের মূলপাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English text) থাকিবেঃ

-তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৮। রহিতকরণ এবং হেফাজত।– ১) এই আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে –

(ক) The East Bangal Prohibition of Smoking in Show House Act , 1952 (E.B.Act XIII of 1952); এবং

(খ) তামাকজাত সামগ্রী বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৪৫ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আইনসমূহের অধীন কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে বা অন্য কোন কার্যধারা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

ড. মো. ওমর ফারুক খান
সচিব।

মোঃ নুর- নবী (উপ-সচিব),উপ-নিয়ন্ত্রক,বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম,উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২৩, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য -২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ চৈত্র ১৪১১/২৩ মার্চ ২০০৫

এস, আর, ও নং ৭১-আইন/ ২০০৫- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা ১২ চৈত্র, ১৪১১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৬ মার্চ, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ তারিখকে উক্ত আইন কার্যকর হইবার তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সচিব

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ৩০, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ / ২৯ মে ২০০৬

এস, আর, ও নং ৯৮ - আইন/ ২০০৬।– ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১৬ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**–এই বিধিমালা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় "আইন" অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১নং আইন)।

৩। **দোকাদার বা ব্যবসায়ী কর্তৃক তামাকজাত দ্রব্য বিতরণ বা সরবরাহ সংক্রান্ত বিধান।**– (১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করে এমন কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ী শুধুমাত্র তামাকজাত দ্রব্য ক্রেতার কাছে লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর শর্তসমূহ প্রতিপালন ব্যতীত অন্য যে কোন ধরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা বা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ-

(ক) উহার আকার অনধি ৫ ½ (সাড়ে পাঁচ) ইঞ্চি X ৮ ½ (সাড়ে আট) ইঞ্চি হইতে হইবে; এবং

(খ) উহাতে আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সতর্কবাণী স্পষ্টতঃ দৃশ্যমানভাবে বিধি ৭ এর অধীন নির্ধারিত মাপে ও সাদা-কালোয় মুদ্রণ করিতে হইবে।

৪। **ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, ইত্যাদি।**– (১) নিম্নবর্ণিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইবে না, যথা ঃ-

(ক) শিশুদের প্রি-স্কুল বা কেয়ার সেন্টার, প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল বা হাইস্কুল ছাত্রদের ছাত্রাবাস;

(খ) শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এমন কক্ষ বা স্থান;

(গ) সকল মাতৃসদন, ক্লিনিক বা হাসপাতাল ভবন;

(ঘ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান; এবং

(ঙ) এক কামরা বিশিষ্ট পাবলিক পরিবহণ।

(২) পাবলিক পরিবহণে আরোহণের নিমিত্ত অপেক্ষামান যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত সারি বা স্থান পাবলিক প্লেস গণ্যে উক্ত সারি বা স্থানে ধূমপান করা যাইবে না।

(৩) পাবলিক প্লেস কোন ভবন হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত ভবনের একাধিক কক্ষের একটি কক্ষ ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে, তবে কক্ষটি অবশ্যই ধূমপানমুক্ত এলাকা হইতে ছোট হইতে হইবে।

(৪) পাবলিক পরিবহণ রেল গাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরী হইবার ক্ষেত্রে ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান বা কক্ষ নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে, তবে-

(ক) উক্ত স্থান বা কক্ষটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহণের সর্বশেষ বা পিছনে হইতে হইবে; এবং

(খ) উক্ত স্থান বা কক্ষটি কোনক্রমেই যাত্রী ধারণের প্রধান কক্ষে নির্দিষ্ট করা যাইবে না।

(৫) কোন পাবলিক প্লেসে বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য কোন স্থান বা কক্ষ চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়া যাহাতে কোন অধূমপায়ীর যাতায়াত করিতে না হয় সেইজন্য উক্ত পাবলিক প্লেস বা পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপককে উহা নিশ্চিত করাসহ উক্ত স্থান বা কক্ষ হইতে ধূমপায়ীর ধোঁয়া যাহাতে ধূমপানমুক্ত কোন কক্ষ বা স্থানে যাইতে না পারে উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫। **ধূমপান এলাকার বর্ণনা।**– আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ধূমপানের এলাকা অবশ্যই ধূমপানমুক্ত এলাকা হইতে পৃথক বা, প্রয়োজনবোধে, আচ্ছাদিত হইতে হইবে;

(খ) ধূমপানের স্থানের ধোঁয়া নির্গমনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, উক্ত ধোঁয়া ধূমপানমুক্ত এলাকায় প্রবেশ করিতে না পারে;

(গ) ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি ও পানি সহ যথাযথ পাত্রের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৬। **সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।**– আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত স্থানে নিম্ন বর্ণিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ-

ক) ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে ধূমপানমুক্ত এলাকায় **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** মর্মে সতর্কতামূলক নোটিশ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ, দৃষ্টিযোগ্য স্থানে বাংলা এবং প্রয়োজনবোধে ইংরেজীতে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(খ) পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের ন্যূনতম সাইজ হইবে ৬০ সেঃমিঃ X ৩০ সেঃ মিঃ;

(গ) পাবলিক প্লেসের প্রবেশ পথের এক পার্শ্বে সতর্কবাণী লটকাইয়া বা সাঁটিয়া স্থাপন করিতে হইবে এবং উহার অভ্যন্তরে একাধিক স্থানে এমনভাবে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রর্দশন করিতে হইবে যাহাতে সকলের দৃষ্টি গোচর হয়;

(ঘ) পাবলিক পরিবহণের একাধিক দৃষ্টিগোচর স্থানে দফা (ক) এ উল্লেখিত সতর্কতামূলক নোটিশ, ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনসহ, প্রর্দশন করিতে হইবে এবং

(ঙ) সতর্কতামূলক নোটিশের সাদা জমিনে লাল অক্ষরে অথবা কালো জমিনে হলুদ অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ লিখিতে হইবে।

৭। **তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক প্যাকেটে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী, মুদ্রণ, ইত্যাদি।**– (১) বাংলাদেশে উৎপাদিত বা আমদানীকৃত তামাকজাত দ্রব্যের প্রতিটি প্যাকেট বা মোড়কে আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত প্রতিটি সতর্কবাণী উক্ত ধারার বিধান অনুসরণ ক্রমে মুদ্রণ করিতে হইবে।

(২) উক্ত ধারায় বর্ণিত সর্তকবাণী সমূহের যে কোন একটি সর্তকবাণী প্যাকেট বা মোড়কের মূল প্রদর্শনী তলের উপরের উভয় পার্শ্বে স্পষ্ট বাংলা অক্ষর মুদ্রণ করিতে হইবে এবং উহার আকার প্যাকেট বা মোড়কের মোট জায়গার অন্যূন ৩০% পরিমাণের হইতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উল্লেখিত সর্তকবাণীসমূহ ক্রমানুসারে ছয়মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ।– এই বিধির উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে **"মূল প্রদর্শনী তল"** বলিতে প্যাকেট বা মোড়কের সর্ববৃহৎ আকারের ২টি তলকে বুঝাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশে উল্লেখিতমতে সর্তকবাণী পরিবর্তনের সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(৪) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সর্তকবাণী **"সুতমী এমজি"** ফন্টের আকার অন্যূন ১৮ পয়েন্ট এবং তামাকজাত সামগ্রীর কার্টুনের গায়ে সর্তকবাণী আকার অন্যূন ৩৬ পয়েন্ট হইতে হইবে।

(৫) সর্তকবাণী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তল দুইটির উপরিভাগে, বা যদি স্ট্যান্ড বা ব্যান্ডরোল মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে উহার নিম্নভাগে, কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বা সাদা জমিনের উপর কালো অক্ষরে মুদ্রণ করিতে হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের মুদ্রিত প্যাকেট বা কার্টুনের উপর এমন কোন চিহ্ন, শব্দ, রং বা ছবি ব্যবহার করিতে পারিবে না, যাহা আইনে বিধৃত সর্তকবাণীর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা বক্তব্যের পরিপন্থী হয়।

(৭) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেটের গায়ে প্রদত্ত সর্তকবাণী এমনভাবে মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে স্ট্যান্ড বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোন কারণে ঢাকিয়া না যায় উহা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৮) সতর্কবাণী মুদ্রণ ব্যতীত কোন তামাকজাত দ্রব্য ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৬ এর পর হইতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাজারজাত করা যাইবে না।

৮। **তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান**।– তামকাজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে, উক্ত দ্রব্য আমদানির সময় উহার উপাদান সম্পর্কিত তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

৯। **তামাকজাত দ্রব্য ধ্বংস বা বাজেয়াপ্তকরণ**।– (১) কোন ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়া তামাকজাত দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে বা যথাযথ তথ্য দাখিল না করিয়া কোন তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন এবং এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী উক্ত তামাকজাত দ্রব্য হস্তান্তর, ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চাহিলে সংশ্লিষ্ট বাহিনী উক্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

১০। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**।– আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত **"কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অভিব্যক্তির সংজ্ঞার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), Juvenile Smoking Act, 1919 Ben. (Act II of 1919), Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976, (Ord.No III of 1976), Chittagong Metropolitan Police Ordinance,1978 (Ord, No. XL VIII of 1978), Khulna Metropolitan Police Ordinance,1985 (Ord.No.LII of 1985) এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাগণও অর্ন্তভুক্ত হইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আবু বক্কার সিকদার
উপ-সচিব।

মো ঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মো ঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

ধূমপান ও তামাক জাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সাথে বলবৎ আইনসমূহ

রেলওয়ে আইন, ১৮৯০

(The RAILWAYS ACT,1890)

বিনা অনুমতিতে গাড়ীর কামরায় ধূমপান করার শাস্তিঃ ধারা-১১০

(১) বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারিত কোন কামরা ব্যতীত, সহযাত্রীদের সম্মতি বা অনুমতি ব্যতীত কোন যাত্রী কোন কামরায় ধূমপান করলে তিনি ২০(বিশ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক সর্তক করে দেয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি ধূমপান করা হতে বিরত না থাকেন তাহলে কোন রেল কর্মচারী (১) উপ ধারায় বর্ণিত দায় দায়িত্ব ছাড়াও তাকে ভ্রমণরত রেল কামরা হতে বহিস্কার করতে পারবেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর

বিজ্ঞপ্তি লংঘন করে ধূমপানকরা বা থুথু ফেলার শাস্তিঃ ধারা ৮৩ তে বলা হয়

সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দখলভূক্ত কোন দালানে বা স্থানে ঐ দালন বাসস্থানের ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লাগিয়ে দেওয়া কোন বিজ্ঞপ্তি লংঘন করে কেউ ধূমপান করলে বা থুথু ফেললে ঐ ব্যক্তি ১০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৮ এর

বিজ্ঞপ্তি অমান্য করে ধূমপান করা বা থু থু ফেলার শাস্তিঃ ধারা ৮৫ তে বলা হয়

কোন ব্যক্তি কোন সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন বিল্ডিংয়ে লটকানো নোটিশ অমান্য করে ধূমপান করলে বা থুথু ফেললে সে ব্যক্তি ১০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানদন্ডে দন্ডনীয় হবে।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৮৫

বিজ্ঞপ্তি অমান্য করে ধূমপান করা বা থু থু ফেললে শাস্তিঃ ধারা ৮৬ তে বলা হয়,

সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দখলভূক্ত কোন স্থানের ঐ দালাল বা স্থানের ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লাগিয়ে দেওয়া বিজ্ঞপ্তি লংঘন করে কেউ ধূমপান বা থু থু ফেললে ঐ ব্যক্তি ১০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৮৫

বিজ্ঞপ্তি অমান্য করে ধূমপান করা বা থু থু ফেললে শাস্তিঃ ধারা ৮৬ তে বলা হয়,

কোন ব্যক্তি কোন সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দখলভূক্ত কোন দালানে গিয়ে উক্ত দালানে লটকানো নোটিশ অমান্য করে ধূমপান করলে বা থু থু ফেরলে তিনি ১০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবে।

সিলেট মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৬

বিজ্ঞপ্তি অমান্য করিয়া ধূমপান করা বা থু থু ফেললে দন্ড ৮৬ তে বলা হয়,

কোন ব্যক্তি সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন দালানে গিয়ে উক্ত দালানে লটকানো নোটিশ অমান্য করে ধূমপান করলে বা থু থু ফেরলে তিনি তিনশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

বরিশাল মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৬

বিজ্ঞপ্তি অমান্য করিয়া ধূমপান করা বা থু থু ফেললে দন্ড ৮৬ তে বলা হয়,

কোন ব্যক্তি সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন দালানে গিয়ে উক্ত দালানে লটকানো নোটিশ থাকা সত্ত্বেও উক্ত নোটিশ অমান্য করিয়া ধূমপান করলে বা থু থু ফেরলে, তিনি তিনশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

Bengal Act II of 1919
the Juvenile Smoking act, 1919
(15th January 1919)

An act for the Prevention of Smoking of Smoking by Juveniles.

Preamble: WHEREAS it expedient to make provision for the prevention of smoking by young persons; It is hereby enacted as

1. (1) This Act may be called the[1] Juvenile Smoking Short title, Act 1919. (Short title, Local extent and commencement)

(2)[2] It extends in the first instance to Dacca:

Provided that the[3] [Government] may, from time to time, by notification in the **Official Gazette**, extend this Act to any other town or place in[4] [Bangladesh]

(3) It shall come into force on such date[5] ad the[5] [Government] may, by notification into the[6] (**Official Gazette**), direct.

2. In this Act, Unless there is anything repugnant in the Definitions subject or context-

(a) **"cigarettes"** include cut tobacco rolled up in paper, tobacco leaf, or other material in such from as to be capable of immediate use for smoking;

(b) **"police-officer"** means a member of an established police force above the rank of a head constable; and

(c) **"tobacco"** means tobacco in any form, and includes any smoking mixture intended as a substitute for tobacco.

3. (1) No person shall sell or give to a person apparently under the age of sixteen years any tobacco, pipes or cigarette papers, whether for his own use or not: (Prohibition against sale of tobacco, etc, to young persons.)

provided that a person shall not be guilty of an offence under this sub-section for selling tobacco, other than cigarettes, to a person apparently under the age of sixteen years if he did not, know, and had no reason to believe that it was for the use of that person.

(2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), he shall liable on summary conviction before a Magistrate to a fine not exceeding ten *rupees, and in the case of a second offence to a fine not exceeding twenty *rupees, and in the cas of subsequent to a fine not exceeding fifty *rupees.

4. It shall be lawful a police-officer in uniform, or any other person or class of persons duly authorized by the 1 [Government] in this behalf, to seize any tobacco, pipes or cigarette papers in the possession of any person apparently under the age of sixteen years whom he finds smoking in any street or public place, and to destroy any such article.
(Power of police officers and others to size and destroy tobacco, etc, in the possession of a young person in certain places.)

5. No Magistrate shall take cognizance of an offence under this Act. Except upon a complaint made by, or at the instance of, the parent or guardian of the young person concerned or a police-officer or other person empowered to make a seizure under section 4. (Institution of proceedings)

6. The provisions of this Act shall not apply when the person to whom the tobacco, pipes, pipes or cigarette paper are sold, or in whose possession they are found, was at the time employed by a manufacturer of, or dealers in such articles either wholesale or retail, for the purposes of his business. (Act not to apply in certain cases.)

---

1 The word "Bengal" omitted by P.O. no. 48 of 1972, art. 6
2 Subs. by the East Pakistan repealing and Amending Ordinance, 1962, (E.P. Ord. No. XII of 1962), First Schedule.
3 Subs. P.O.No.48 of 1972, Art. 8, for " provincial Government".
4 Subs. ibid, for "East Pakistan"
5 The 1st February, 1919, see Notification No. 114san, dated the 27th January, 1919, Calcutta Gazette, 1919,pt. IB, p. 22.
6 Sub. by paragraph 4(1) of Government of India (Adaptation Laws) Order, 1937, for "Calcutta Gazette".
* Sic. Take For rupees.)
* Subs. by Act VII of 1978 for 1973 as amended by act LIII of "Provincial Government" (with effect from 26 March, 1971)

তথ্যসূত্র

১. Global Adult Tobacco Survey (GATS), Fact Sheet, Bangladesh 2009, MOHFW, NIPSON, WHO,CDC
২. Impact of Tobacco Illnesses in Bangladesh. Zaman MM. Nargis N, Perucic AM, Rahman K (eds), SEARO, Delhi, WHO 2007
৩. WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
৪. WHO Framework Convention on Tobacco Control, Guideline for implementation Aritcal 5.3, Artical 8, Artical 11, Article 13
৫. Curbing the Epidemic, Government and the Economics of Tobacco Control, World Bank
৬. ITC Bangladesh National Report, University of Waterloo, Dhaka University, April 2010
৭. To Produce or Not to Produce: Trickling the tobacco dilemma. Naher, F. And A. Chowdhury, 2002, BRAC
৮. The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh. Barkat, A., 2008
৯. Appetite for Nicotine: An Economic Analysis of Tobacco Control in Bangladesh. Ali, Z., A. Rahman and T. Rahman, 2003
১০. তামাক চাষ এবং দরিদ্রতার বিকল্প কল্যাণের সম্ভাবনা- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১১. তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল কি কেন এবং করণীয়- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১২. তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি-রাজস্ব এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে একটি কার্যকর উপায়- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১৩. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-ধূমপান, ধূমপান ও তামাকজাত ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা সমূহ- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয়- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১৫. তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১৬. Civil Society Monitoring of the Framework Convention on tobacco control: 2007 Status, Framework Convention Alliance
১৭. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রয়োজনীয় ও জনগণের প্রত্যাশা- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১৮. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন-প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১৯. তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান বিষয়ক গবেষণা- বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (বিসিটিসি) ২০০৯
২০. দরিদ্রতা এবং তামাক- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
২১. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন-জনগণের প্রত্যাশা- ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
২২. তামাক ও নারী: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, প্রজ্ঞা
২৩. Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship Across South and South East Asia, Challenges and Opportunities, August 2009, CMS Communication and Health Bridge
২৪. তামাক ও দরিদ্রতা তামাক চাষ, বিড়ি শ্রমিক ও বিড়ি সেবনের প্রভাব শীর্ষক গবেষণা
২৫. Enforcement of Tobacco Control Law, A Guide to the Basics, HealthBridge

কর্মশালার প্রতিবেদন

০১. Workshop on Amendment of Bangladesh Tobacco Control Legislation to Match with WHO FCTC 2006 সালের ১৭ জানুয়ারি, আয়োজনে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
০২. National Workshop on Tobacco control law Implementation বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ২০০৫
০৩. Divisional Workshops on Tobacco Control 2007-2009, আয়োজনে: ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, দি ইউনিয়ন
০৪. Round Table Conference On "Advocacy with the Policy Makers on Amendment of Tobacco Control Law and its Proper Implementation"31 October, 2009, RTM
০৫. A Round Table Discussion held with Members of the Parliamentarians on World No Tobacco Day 2009, AKASHY UNNOYAN SHANGSTHA
০৬. Report on Small view exchange meeting with stakeholders-4 December 2008, 3 March 2009 and 24 May 2009 in Dhaka, TFK, WBB Trust
০৭. Report on Divisional Workshop on Tobacco Control Law Development-Khulna, 20 January 2009, Khulna Press Club, RAAC, Rupsa, SEIAM, TFK, WBB Trust,
০৮. Report on Divisional Workshop on Tobacco Control Law Development, Barishal, 4 February 2009, SCOPE, YES Bangladesh, GDS, TFK, WBB Trust
০৯. Report on Divisional Workshop on Tobacco Control Law Development, Rajshahi, 16 March 2009, BICD, TFK, WBB Trust
১০. Report on Divisional Workshop on Tobacco Control Law Development, Chittagong 7 April 2009, YPSA, TFK, WBB Trust
১১. Report on Divisional Workshop on Tobacco Control Law Development, Dhaka 20 May 2009, Civil Surgeon's Office, Dhaka, TFK, WBB Trust
১২. Report on Divisional Workshop on Tobacco Control Law Development, Sylhet 27 May 2009, Sylhet Joba Academy, TFK, WBB Trust
১৩. Report on National Meeting on Tobacco Control Law Development, Dhaka 31 January 2009, MANAS, Pratyasha, Manobik, TFK, WBB Trust
১৪. Report on National Meeting on Tobacco Control Law Development 16 May 2009, TFK, WBB Trust
১৫. Report on National Meeting on Tobacco Control Law Development 27 May 2009, Law Department of Dhaka University, TFK, WBB Trust
১৬. প্রতিবেদন ২০০৫, ২০০৭, ২০১০ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট
১৭. তামাক চাষের ক্ষতি, অবিলম্বে তামাক চাষ বন্ধ করে খাদ্য উৎপাদন, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেয়ার আহবান, উবিনীগ, ২০১০